হুমায়ূন আহমেদের কয়েকটি চিঠি ও একটি ডায়রি

শাহানা কায়েস

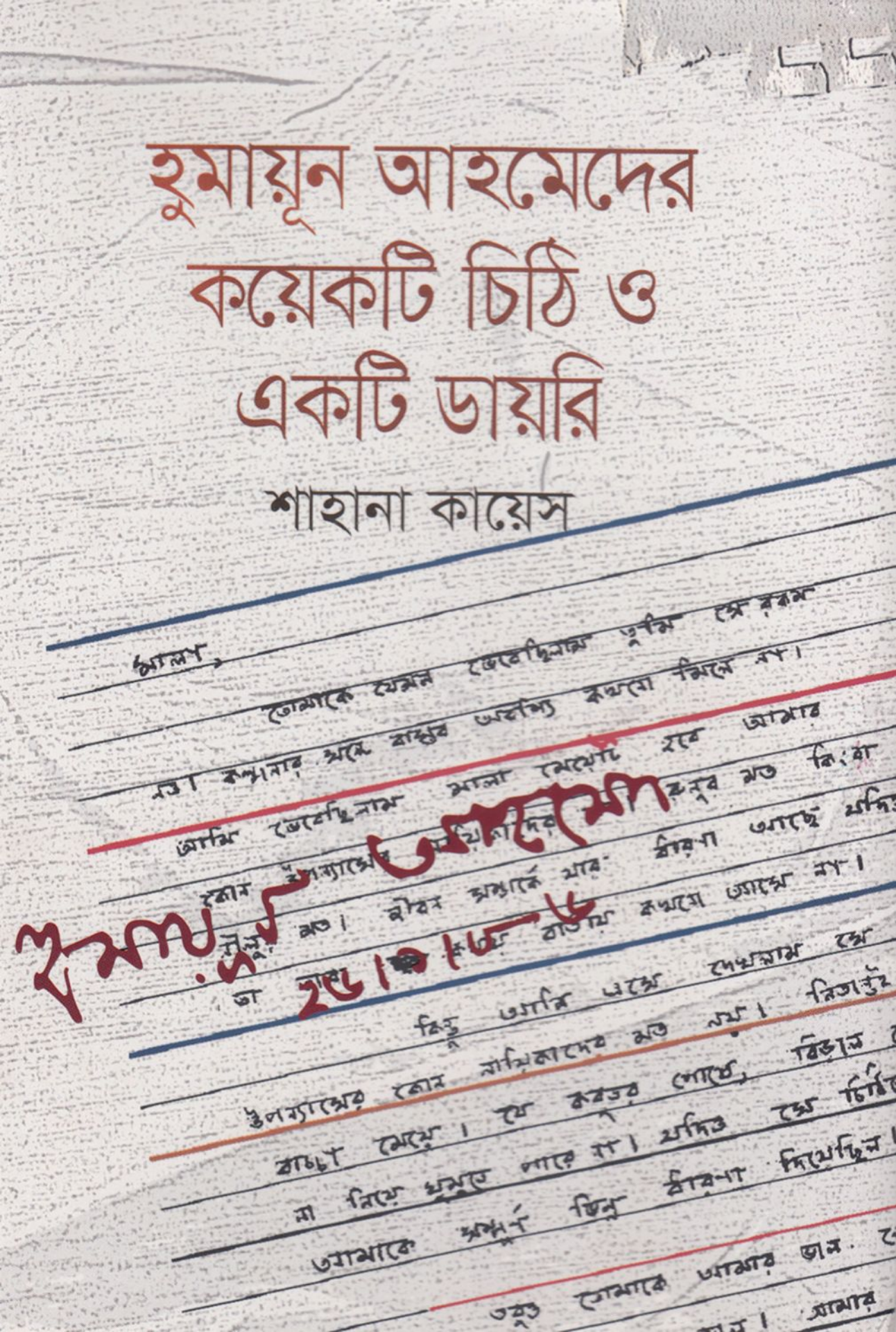

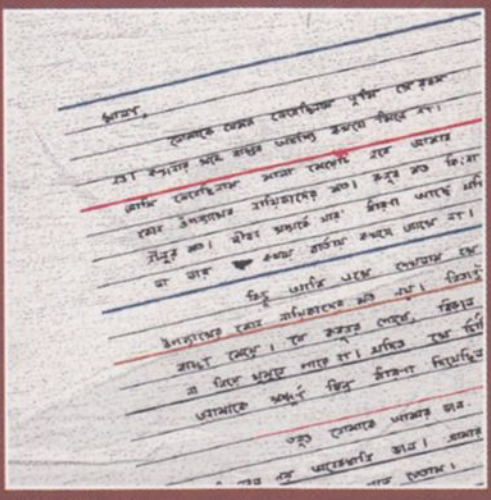

'আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই; ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলে প্রকাশিত হতে পারিনে' এই রবীন্দ্র উচ্চারণ কোন না কোনভাবে এই গ্রন্থের জন্যও প্রাসঙ্গিক।

প্রায় দুই যুগ আগে আমাদের ভাষার অন্যতম প্রধান স্থপতি হুমায়ূন আহমেদ এক যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন বর্তমান লেখকের অনুষঙ্গে–খানিকটা প্রকাশিত হয়েছিলেন চিঠিতে, আর বাকি অন্তর্গত কথা মেলে ধরেছিলেন মুগ্ধ পাঠিকার ডায়রিতে।

সেই স্মৃতিপূরাণের নতুন এক বিনির্মাণ এই গ্রন্থ। বলা যায়–আনুষ্ঠানিক কোনো তর্ক-ঝগড়ার প্রচারণা-প্ররোচনা ছাড়াই এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে তাই মানুষের মৌল এক অনুভূতির সহজ প্রকাশঃ একজন উন্মোচিত হয়েছেন আর একজন উন্মোচিত হওয়ার প্রণোদনা ছড়িয়েছেন। সে অর্থে এ গ্রন্থ মুগ্ধতা এবং সম্মাননা জ্ঞাপনের একটি স্মারক চিহ্ন'ও বটে।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

জন্ম: এপ্রিল, ১৯৬৭। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ থেকে এম.ফিল ও পিএইচ ডি। গবেষণার বিষয়–সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও রাজশাহী মহানগরীর নারীদের সামাজিক অবস্থান। রাজশাহী কৃষি কলেজে গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রপ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

হুমায়ূন আহমেদের
কয়েকটি চিঠি ও একটি ডায়রি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদের কয়েকটি চিঠি ও একটি ডায়রি

শাহানা কায়েস

অন্যপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডা. মামুন হুসাইন
অরণ্য
নক্ষত্র

'মৃত্যু এসে ফিরে যাবে
এত প্রেম দিও না আমাকে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকথা

লেখাটি তৈরি করি হুমায়ূন আহমেদ যখন চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন তখন। ভেবেছিলাম তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরলে বই'য়ের প্রথম কপিটি তাঁর হাতে দিয়ে চমকে দেব। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আমাকে দেখে তাঁর অনুভূতি কিরকম হয়, চিনতে পারেন কি না তা ভেবে খানিকটা উদ্বেগ-উত্তেজনা যে হচ্ছিল না-তা অস্বীকার করি কী করে!

কিন্তু ১৯ জুলাই তিনি চলে গেলেন না-ফেরার দেশে, আমাদের কষ্টের সাগরে ভাসিয়ে। একবার আমাকে লিখেছিলেন-'.... আমি তোমাকে লিখব যদি কথা দাও কেউ সে চিঠি পড়বে না। যদি কখনো খুব বিখ্যাত হয়ে যাই (সে সম্ভাবনা কিছুটা আছে) তাহলে সেসব প্রকাশ করবে, তবে তাও করবে আমার মৃত্যুর পর। ঠিক আছে ?"

অবশেষে তাঁর ইচ্ছেটারই জয় হলো।

শাহানা কায়েস
'আরণ্যক'
কাজলা, রাজশাহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তারমধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। ... আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটে নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ছিন্নপত্র’, শিলাইদহ ৮ মার্চ, ১৮৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শৈশব-কৈশোর

আমার জন্ম পাবনায়। বাবা কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে লন্ডন থেকে পিএইচডি করে পাবনার নামকরা ঔষধ কোম্পানিতে তখন কর্মরত। অবশ্য আমার বয়স বছর খানেক হতে না হতেই বাবা চলে আসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার শৈশব-কৈশোর তাই কেটেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাসের পশ্চিমপাড়ার তিনতলা একটি ফ্ল্যাটের একতলায় আমরা থাকতাম। আমরা মানে–বাবা-মার সাথে ভাইয়া, আপু, আমি আর তপন। আশেপাশের অন্যান্য ফ্ল্যাটে থাকত আমার সব বন্ধুরা–কেয়া, শুচি, কাক্কু, মিতু, রমা, শেবু, ক্যামেলিয়া, শিলু, স্বাতী, রিমু। আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে পড়তাম। ফলে একসাথে স্কুলে যেতাম। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে মাঠে খেলতাম–হাডুডু, কিংকুইন, নুনাবদন, কখনো ব্যাডমিন্টন। আমাদের অভিভাবকেরা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। একই পেশার কারণেই হয়তো আমাদের বেড়ে ওঠা, মন-মানসিকতা সবকিছুই ছিল প্রায় একই রকম।

আমরা অনেক বই পড়তাম। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তখন আরো সব বইয়ের রঙ এবং গন্ধ মন কাড়তে শুরু করেছে। আপু আমাদের সামনে বইয়ের এক অদ্ভুত জগৎ খুলে দিয়েছিল। বই পড়ার রুচিবোধ তৈরিতে ওর অবদানই ছিল বেশি। বাসার বইগুলো পড়া শেষ হলে বন্ধুদের বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি। নাজ'পা, সুমী'পা, রমা, সুস্মি, শাওন–সবার বাসা ছিল এক-একটা বইয়ের রাজ্য। এমনও হয়েছে একটা বই ধার করার জন্য পশ্চিমপাড়া থেকে পায়ে হেঁটে পূর্বপাড়ায় চলে গেছি। একটু বড় হলে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক চাচা ও কবি আতাউর রহমান চাচার বইয়ের সংগ্রহ থেকে অজস্র বই পড়েছি। রুশ সাহিত্যের পাশাপাশি আবু কায়সার, এখলাসউদ্দিন আহমদ, হাবিবুর রহমান, আবু সাঈদ জুবেরী, আলী ইমাম, শাহরিয়ার কবির,

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যজিৎ, শরদিন্দু, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মার্ক টোয়েন, ডিকেন্স, লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের লেখা আমাদের স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেত।

রবিবারে 'কিশোর বাংলা' বের হত। তখন ঢাকা থেকে পত্রিকা আসত বিকেলে। 'কিশোর বাংলা'র জন্য আমরা দুপুর থেকেই অপেক্ষা করতাম। হকারের অপেক্ষায় বিকেলে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতাম। 'কিশোর বাংলা' হাতে পেলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এক-একজন এক একটা পাতা নিয়ে মাঠে, রাস্তার ধারে বসে পড়তাম। 'কিশোর বাংলা' ছাড়াও 'শিশু', 'ধানশালিকের দেশ', 'আনন্দমেলা' পুজোসংখ্যা খুব প্রিয় ছিল। আমরা 'দাদাভাই' 'দাদুভাই' 'ভাইয়া', 'বুড়োদাদু' সবাইকে খুব কাছের একজন ভাবতাম।

এখনকার মতো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বড় বাসে না, ছোট্ট ভ্যানে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির বই আসত। সেই লাইব্রেরি কারা পরিচালনা করতো এখন অবশ্য ভুলে গেছি। অল্প কিছু বই থাকত সেখানে, আমরা সেই বইগুলো বারবার নিয়ে মুখস্থ করে ফেলতাম। 'খেলাঘরে'র সদস্য ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'বাকবাকুম' সারাবছর নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতো। আমরা সেখানে অংশ নিতাম। কবিতা মাসি, মনি মাসি আমাদের গান শেখাতেন। ভালো ছবি আঁকতাম আমি। ছবি এঁকে প্রচুর পুরস্কারও পেয়েছি।

আমাদের ক্যাম্পাসটা ছিল ছবির মতো সাজানো। ইউক্যালিপটাস, আলভিজিয়া, দেবদারু, জারুল, কৃষ্ণচূড়া, মহুয়া, আম, জাম, কাঠবাদাম–আরো নাম না-জানা গাছে ভরা; শুধু সবুজ আর সবুজ। সব বাড়ির সামনে ফুল-ফল-সবজির বাগান আর পেছনে বুনো গাছের ঝোপ। আমরা ক্যাম্পাসের সব ক্ষুদে বাচ্চার দল এসব বুনো ঝোপে রান্নাবাটি খেলার সব উপকরণ পেয়ে যেতাম। কচুরিপানার প্লেটে আকন্দ ফুলের ভাজি, গাদা ফুলের সেমাই, ঘাসফুলের বড়া, এমন কি ছোট ছোট বেগুন, লাল টমেটো, সবই যোগাড় হয়ে যেত। আমাদের বাগানের বেড়ায় কাশফুল ফুটতো। বাতাস যখন কাশফুলে ঢেউ তুলতো মন কেমন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে উঠতো! পশ্চিমপাড়ার পেছনে ছিল আমবাগান–আমবাগানের পর জঙ্গল, ছোট বড় ডোবা, ধান-কাউন ক্ষেত। তারপরে রেললাইন। পশ্চিমপাড়া থেকে ট্রেনের হুইসেল শোনা যেত। আমরা ট্রেন দেখার জন্য প্রায়ই ঐ জঙ্গল পেরোতাম। ফেরার সময় ফ্রক ভর্তি ছোট-বড় পাথর আর পোষা মুনিয়া পাখিদের জন্য কাউন-ধান তুলে আনতাম। রোজার সময় সাইরেন বাজতো প্রশাসন ভবনের তিনতলায়। প্রতিদিন বিকেলে সাইরেন যন্ত্রটির গর্জন পরখ করার জন্য গার্ডদের চোখ এড়িয়ে তিনতলায় উঠে পড়তাম। তারপর সাইরেন বাজতে শুরু করলে সুবোধ বালিকার মতো পিছনের ফ্রক মাথায় তুলে দ্রুত বাড়ির পথ ধরতাম, যেন ইফতারে গর হাজির না হই।

কখনও কখনও মাছ ধরার ভারী নেশা পেয়ে বসতো। রোকেয়া হলের পাশের মাঠটা তখন পানিতে ভরে থাকতো। আমি, শেবু আর শিলু চুপ করে চলে যেতাম সেখানে। খলসে, ভেন চোখা মাছ ধরে কাঁচের জারে রাখতাম। ক্যাম্পাসের ড্রেনগুলো ছিল তখন কাঁচা কিন্তু অনেক চওড়া ও পানি ভর্তি। ছুটির দিনে পুকুর দিয়ে মাছ ধরতাম– চ্যাং, কই। শীতের ভোরে, ফজরের আজানের পরপরই ছোট ছোট সাঁজি হাতে সবাই শিউলি কুড়াতে বের হতাম। তারপর মালা গাঁথতাম। শিউলির বোটা দিয়ে পুতুলের শাড়ি রাঙাতাম। শান্তনুদের শিউলি গাছটায় প্রচুর ফুল ফুটত। আমাদের জন্য চাচি সেই কোন ভোরে পেছনের দরজাটা খুলে রাখতেন। একবার আর্কাদি গাইদারের 'তিমুর ও তার দলবল' পড়ে তপনের ইচ্ছা হল পাইওনিয়ারের কিশোর দল গড়বে। আমি স্কুল থেকে এসে দেখি, ও ফ্ল্যাটের পিছনের জঙ্গলে কী সুন্দর ঘর বানিয়েছে! সেই ঘরে বসে চকলেট, বিস্কিট খেতে খেতে আমরা তিমুরের মতো মানুষকে সাহায্য করার কথা ভাবতাম।

জঙ্গলের ভেতর এই লুকোন ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা এবার গাছে চড়ার বুদ্ধি আঁটতে শুরু করি। কাঁকনদের প্রাচীর ঘেঁষা লিচু গাছটা আমাদের খুব প্রিয় ছিল। যখন করার কিছুই পেতাম না সবাই গাছে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে থাকতাম। লিচু পাতার পান আর শুকনো ছালের সুপারি চিবোতাম। লিচু গাছের পাশে তবে প্রাচীরের ভেতরে ছিল ওদের লঙ্কা-জবার গাছ। ঐ ফুলের মধু কী যে সুস্বাদু ছিল! ফুল খেয়ে খেয়ে গাছটাকে প্রায় ন্যাড়া করে ফেলতাম। গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার খেলা 'ঝাই ঝাপ্পা কানাই মাছি' সবার খুব প্রিয় ছিল।

ক্যামেলিয়ারা থাকত প্রফেসর-কোয়ার্টারে। ডুপ্লেক্স বাসা। বাসার সামনে বিরাট লন। লনটা গোলাপ গাছে ঘেরা। যখন টকটকে লাল গোলাপ ধরত, মনে হত স্বর্গরাজ্য। সেই লনে বসে কত গল্পই না করতাম! একবার ও আমাকে ১৭টা লাল গোলাপ দিয়েছিল। সেই গোলাপ হাতে নিয়ে আমার মনে হয়েছিল জীবনের কাছে আর বুঝি কিছু চাইবার নেই। ক্যামেলিয়ার জীবনটা আমাদের মতো ছিল না, একটু অন্যরকম ছিল। চাচা-চাচি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ও ওর ছোট ছোট ভাইবোনকে সামলাতো দশ বছর বয়স থেকে। কাজের লোক ছিল অনেকগুলো, কিন্তু ও ওদের উপর ভরসা করতে পারত না। স্কুলে প্রায়ই দেরি হয়ে যেত। স্যারদের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত, ছোট বাবুকে খাওয়ালাম, বড় বাবুকে খাওয়ালাম তাই এত দেরি। ওর ওড়নায় বাঁধা থাকত সংসারের চাবি। ও বাড়ির বাইরে সেভাবে যেতে পারত না দেখে আমাদের আড্ডাটা ওর বাড়িতেই বেশি হত। চাচা বন্ধুর মতো আমাদের সাথে গল্প করতেন। কিন্তু চাচাকে আমি ভয় পেতাম অন্য কারণে। ওরা গরু পালতো। আমি রোগা ছিলাম দেখে কিছুক্ষণ পর পর দুধের গ্লাস চলে আসত আমার কাছে। চাচা আমাকে বাধ্য করতেন খেতে। ওদের গেস্টরুমে ছিল বড় একটা গোলটেবিল। পরীক্ষার আগে সেই টেবিলে চলতো আমাদের সিরিয়াস সব পড়াশোনা-বিষয়ক আলোচনা। আমরা একে বলতাম গোলটেবিল বৈঠক।

তখন ক্যাম্পাসটা ছিল অন্যরকম–একটা পরিবারের মতো। সবাই সবার আপন। ফেরদৌসির আম্মা হাবিবুর রহমান চাচি বয়াম ভর্তি আচার বানাতেন শুধু ক্যাম্পাসের বাচ্চাদের জন্য। বিকালে খেলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলতেই হঠাৎ আচার খেতে ইচ্ছা করলে চাচির বাসায় ছুটে যেতাম। এছাড়া গোলাম রসুল চাচির মজাদার সব রান্না, মনোয়ার হোসেন চাচির ব্যক্তিত্ব, মাস্তুরা চাচির বন্ধুসুলভ আচরণ, মোজাহার চাচি ও আকন্দ চাচির বানানো নতুন নতুন ডিজাইনের জামা আমাদের মন কেড়ে নিত।

ছেলেবেলায় আমার ভীষণ প্রিয় ছিল পুতুল খেলা। ক্যাম্পাসের বাসার বারান্দাটাও ছিল পুতুল খেলার উপযোগী অনেক বড়সড়। অনেকটা জুড়ে তাই পুতুলের ঘরবাড়ি বানিয়ে রাখতাম। আমার পুতুলের দোতলা বাড়ি, খাট, আলনা, সোফা, কাতান শাড়ি সবই ছিল। মিতুর ছেলে-পুতুলের সাথে আমার মেয়ে-পুতুলের প্রায়ই বিয়ে দিতাম। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের মায়েরা মজার মজার সব রান্নাও করে দিত। আমরা শাড়ি পরে মা সেজে পুতুলের বিয়ে দিতাম।

চার ভাইবোনের মধ্যে ভাইয়ার সাথে আমার সবচাইতে ভাব। অসম্ভব মেধাবী আমার ভাইয়া পড়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে–ফার্মেসীতে। ও ছুটিতে এলে খুব হৈচৈ হয়। উৎসব উৎসব ভাব হয়। ঈদের দিনের চাইতেও আনন্দময় হয়ে ওঠে আমাদের বাড়িটা। ভাইয়া সব সময় আমার জন্য আড়ং-এর নতুন নতুন ডিজাইনের জামা আনে। ফ্যাশনেবল এই ড্রেসগুলো পরে আমি অহংকারী হয়ে ঘুরে বেড়াই। আপু লেখালেখি করে তখন খুব নাম করেছে। জাতীয় পত্রিকার সাহিত্য পাতা খুললেই ওর লেখা। আপু শহরের সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলোতে আমাকে সঙ্গী করে। ওর দেখাদেখি আমিও লেখার চেষ্টা করি। 'কিশোর বাংলা', 'খেলাঘরে' কিছু লেখা ছাপাও হয়। আপু সুন্দর আবৃত্তি করে। ওর আবৃত্তি শুনে শুনে আবুল হাসানের সমস্ত কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে যায়। প্রতি বছর বড়দিনের রাতে আমি আর তপন মোজা ঝুলিয়ে রাখতাম। আপু সান্তাক্লজ সেজে আমাদের মোজা চকলেট-খেলনায় ভরে দিত। পিঠাপিঠি হওয়ায় তপনের সাথে যেমন ভাব, মারামারিও হয় তেমন। তপন বরাবরই খুব খেয়ালি। অথচ গুণের কমতি নাই ওর। স্প্যানিশ-হাওয়াইন গিটার, বাঁশি সব বাদ্যযন্ত্রই চমৎকার বাজায়। গান গায়। অর্কিড নামে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যান্ড দল ছিল ওর। প্রচুর অনুষ্ঠানও করেছে। পড়াশোনাতে ভালো। কিন্তু কেন জানি না কোনো কিছুই সে একটানা ধরে রাখতে পারে না। এমনকি পরবর্তী সময়ে নিজের সংসারও না।

আমার বাবা ছিলেন অন্যরকম মানুষ। নিজের কর্মক্ষেত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসতেন। আমাদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। রেজাল্ট, প্রতিষ্ঠা এসব নিয়ে আমাদের বাড়িতে কোনো ধরনের তোলপাড় নেই। আমাদের অবশ্য এতে আনন্দই হতো। আমরা কে কোন ক্লাসে পড়ি বাবা জানতেনই না। আমি যখন নাইনে পড়ি তখন তাঁর এক কলিগকে বলেছিলেন, আমার ছোট মেয়ে সিক্সে পড়ে। কাজেই আমরা মনের আনন্দে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে বড় হয়েছি। বাবা বলতেন, 'ভালো মানুষ হও'। বাবার এই শিক্ষাটা আমরা চেষ্টা করেছি মেনে চলতে।

আমার শৈশবের সবচেয়ে আনন্দময় সময় হচ্ছে নানাবাড়ি-দাদাবাড়ি যাওয়া। প্রতি বছর তিনবার আমরা যেতামই। দুই ঈদে আর গরমের ছুটিতে। এছাড়া আত্মীয়স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে যাওয়াটা ছিল বাড়তি পাওয়া। খুব ভোরে ট্রেন। বাবা তার প্রিয় ডাটসান চালিয়ে আমাদের স্টেশনে রেখে আসতেন। ট্রেন যখন চলতে শুরু করত, বাবাকে দেখতাম একা ফিরতে। কিছুক্ষণের জন্য মনটা খারাপ হয়ে যেত। আমাদের সঙ্গে থাকত তিন মামার কোনো একজন; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকা আমাদের দূর সম্পর্কের সব ভাই-মামা-চাচারা। পিকনিক পিকনিক আমেজে দলবেঁধে আমরা যেতাম। দুই ঘণ্টা পর ট্রেন পৌঁছাত আমনুরা জংশনে। সেখানে ট্রেন বদলে রহনপুর ট্রেনে উঠতে হবে। সঠিক সময়ে ট্রেন এলে সমস্যা হত না। কিন্তু অধিকাংশ দিনই চার-পাঁচ ঘণ্টা লেট। আমাদের অবশ্য মজাই লাগত। স্টেশনে খাওয়াদাওয়া করে ধানক্ষেত, সরিষা ক্ষেতে ছুটে বেড়ানো। আম্মারা স্টেশনেরই আশেপাশের গ্রামে আত্মীয়স্বজন খুঁজে বের করে দেখা করতে যেত। রহনপুর ট্রেনের বুড়ো এক ড্রাইভারকে আমরা খুব পছন্দ করতাম। সে ছিল দেখতে অবিকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিও টলস্টয়ের মতো।

রহনপুর স্টেশনের আগে গোলাবাড়ি স্টেশন। সেখানেই নানার বাথান বাড়ি। ধানের মৌসুমে পুরো সময় নানা থাকেন সেখানে। মাটির দোতলা বাড়ি–উঠোনে কুয়া, পাশে খেজুর গাছওয়ালা ছোট্ট একটা ডোবা। আর চারপাশে কেবল জমি আর জমি। ট্রেন থেকে গফুর ভাই, লালু ভাইদের মাথাল পরে জমিতে কাজ করতে দেখতাম। আমরা জানালা দিয়ে শরীর যতটুকু পারি বের করে ডাকতাম গ–ফু–র ভা–ই। গফুর ভাইরা নিড়ানি হাতেই আমাদের দিকে ছুটে আসত। তাদের মুখ-চোখ আনন্দে ঝলমল করত। ট্রেন ঐ স্টেশনে থামত না। ওরা হাত নাড়াতে নাড়াতে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াত। আমি জানালা দিয়ে বরেন্দ্রভূমির লাল মাটি, ধান ক্ষেত, বাবলা গাছ, তালগাছ, কোথাও দাঁড়িয়ে থাকা সাঁওতাল ছেলের দল–এসব কেবল দেখে চলেছি। রহনপুর স্টেশনে পৌঁছাতাম দুপুর গড়িয়ে গেলে। ট্রেনের দরজা দিয়ে নামার সুযোগ হত না। জানালা দিয়েই কোলে তুলে নিত কেউ না কেউ। স্টেশনের একশ' বছর বয়সী বৃদ্ধ তেঁতুল গাছটার ছায়ায় নানার পাঠানো গরুগাড়ি থাকত। গরুগাড়িতে আরো এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হবে। আম্মা আর আপু শাড়ি দিয়ে ঢাকা টাপরের ভেতর বসত, ভাইয়া কারো সঙ্গে সাইকেলে যেত, আমি আর তপন গরুর গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসতাম। সামনে থেকে মোয়াজ্জেম ভাইয়ের গরু তাড়ানোর 'হাট' 'হাট' শব্দ ভেসে আসত। আমরা ধুলা মাখতে মাখতে একসময় পৌঁছে যেতাম গোমস্তাপুর গ্রামে আমার নানা বাড়িতে।

নানা বাড়িটা ছিল বিরাট উঠানওয়ালা, উঠানের চারদিকেই দালান ঘর। গরমের দিনে সন্ধ্যায় উঠান জুড়ে দড়ির খাট পাতা হত। রাতের খাবার খেয়ে সবাই সেই খাটে বসত। আম্মার যাওয়ার খবর শুনলে তাঁর চাচাতো বোনেরা নাইওর চলে আসত। নানা-নানির একমাত্র মেয়ে হিসেবে আম্মা সবার খুব আদরের ছিল। নিজের তিনভাই ছাড়াও অন্য সব ভাইবোনের ছিল বড় আদরের 'বুবু'। সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা করতে আসছে। পান খাচ্ছে। গল্প করছে। সেইসব গল্প শুনতে শুনতে, আকাশের তারা গুনতে গুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তাম।

সব ভাইবোন মিলে আমরা হতাম ২০/২৫ জন। মহানন্দা নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি, জ্যোৎস্না রাতে লুকোচুরি খেলা–খড়ের গাদায়, কুঠি ঘরে লুকানো, ক্যারাম খেলা–সেইসব মজাই অন্যরকম।

আপুকে বেশিরভাগ সময় দেখতাম নানা-নানির কাছে গল্প শুনতে। নানা প্রায়ই ইলা মিত্রের গল্প করতেন। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র প্রসঙ্গ এলেই আমি কান খাড়া করে শুনতাম। একবার রহনপুর স্টেশনে যখন ইলা মিত্র ধরা পড়েন তখন নানা ঐ ট্রেনেই ছিলেন। পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল ইলা মিত্র কৃষকদের সঙ্গে মিটিং করে ঐ ট্রেনেই ফিরবেন। সাদা পোশাকে পুলিশ গোটা স্টেশন ঘিরে রেখেছে। মিটিং শেষে ইলা মিত্র সরিষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে ট্রেনে এসে ওঠেন। পুলিশ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য তিনি সাঁওতালী মেয়েদের মতো উঁচু করে শাড়ি পরে মাথায় চুড়ো খোঁপা করেছিলেন। তাঁকে দেখতে আদিবাসী মেয়েদের মতোই লাগছিল। কিন্তু সরিষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আসার জন্য তাঁর পায়ে সরিষা ফুলের রেণু লেগে যায়। তাই দেখেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলে তাঁকে। পরবর্তী সময়ে গোমস্তাপুর থানায় নিয়ে আসা হলে তাঁকে দেখার জন্য গোটা গ্রামের মানুষ ফেটে পড়েছিল। ভিড়ের ভেতর থেকে রব উঠেছিল–'ইলা মাইজি কি জয়।'

নানাবাড়ির মতো দাদাবাড়ি আমাদের অত টানত না। তিন ফুপুর অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। বাসায় কেবল দাদা আর দাদি। ঐ গ্রামের মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত দেখে আমরা সমবয়সী কাউকেই পেতাম না। একমাত্র ছেলে হওয়ায় মায়ের মতো বাবারও খুব আদর ছিল। দাদি যখন আমার বয়স্ক বাবাকে 'নয়নের কাজল' 'চোখের মণি' 'কলিজার টুকরা' বলে আদর করত বাবা লজ্জিত হয়ে আমাদের দিকে তাকাত।

ক্লাস ফোরে পড়াকালীন সময়ে বাবা পোস্ট ডক্টোরাল ডিগ্রি নিতে লন্ডনে যান বছর খানেকের জন্য। বাবা যাবার মাস দুয়েকের মধ্যে আম্মা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর তপনও চলে যাই সেখানে। আপু আর ভাইয়া ছোট মামার সাথে ক্যাম্পাসের বাড়িতেই থেকে যায়। ছোট মামা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দাদি-নানি সবাই পালা করে ওদের দেখাশোনা করতে আসত। লন্ডনে যাওয়ার পরপরই বাবা আমাদের স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলের সময়গুলো অনেক আনন্দময় ছিল। স্কুল থেকেই আমি হাইড পার্কসহ লন্ডনের প্রায় সব পার্ক চিড়িয়াখানায় ঘুরেছি। টেমস নদী গোটা লন্ডন ঘিরে রেখেছে। টিউব রেলওয়ে দেখে আমি আর তপন যার পর নাই বিস্মিত। ট্রেন বলতে তার আগে আমরা কেবল চিনতাম রাজশাহী-নবাবগঞ্জের লক্কর-ঝক্কর ট্রেন। একে একে আমরা মাদাম তুসোর মিউজিয়াম, রাণী এলিজাবেথের প্রাসাদ, ব্রিটিশ মিউজিয়ামসহ সব দর্শনীয় জায়গা দেখে ফেলি। ফিরে এসে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই। এই সময়ে একটি কষ্টকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। বছরের মাঝামাঝিতে ভর্তি হওয়ায় স্বভাবতই রোল নাম্বার হয়েছে একবারে শেষে। একদিন ক্লাসে নোটিশ এল বৃত্তির জন্য কোচিং করতে হবে। আমরা সবাই আগ্রহী হয়ে কোচিং করা শুরু করলাম। মাসখানেক পর হঠাৎই নোটিশ এল যাদের রোল ৩০-এর মধ্যে তারা ছাড়া বাকিদের আর কোচিং করার দরকার নেই! ওদের বৃত্তি দিতে হবে না। দুঃখে-অপমানে আমার কী যে কান্না পেল। পরে ভর্তি না হলে আমার রোল অনেক আগেই থাকতো, স্যাররা কি এটা জানে না ? আমি আর কোচিং-এ গেলাম না। বাসায়ও কিছু বললাম না। বৃত্তি দেব না–সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

অবশ্য এর ক'দিন পর আবার নোটিশ এসেছিল যে, মনোনয়ন পরীক্ষায় টিকলেই বৃত্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। আমার প্রস্তুতি ভালো থাকা সত্ত্বেও আমি পরীক্ষা দেই নি। পরবর্তী সময়ে ক্লাস এইটে নিজের যোগ্যতাতেই বৃত্তি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এতটুকুও আগ্রহী হই নি। স্যার-আপারা এজন্য অনেক বকাবকি করেছেন। কিন্তু ক্লাস ফাইভের সেই অভিমান জানি না কেন মন থেকে সরাতে পারি নি।

অবশ্য স্যার-আপাদের অনেক স্নেহ-ভালোবাসাওতো পেয়েছি। ছবি এঁকে স্কুলে-শহরে আমার তখন একটা পরিচিতি হয়েছে। মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে ইচ্ছা চারুকলায় পড়ব, শিল্পী হব। ক্লাস নাইনে তাই আর্টসের ক্লাসে বসেছি। শুধু শুধু কষ্ট করে সায়েন্স পড়ব কেন ? অংকের ডাঁকসাইটে শিক্ষক মোস্তফা স্যার। ওনার হুংকারে গোটা স্কুল থরথর করে কাঁপে। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে আমাকে বললেন, তুমি এখানে কেন ? আর্টস পড়ে গরু-গাধা হবে ? আমি চুপ। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে চলে গেলেন। বললেন, সামনের দিন থেকে যেন সায়েন্সের ক্লাসে দেখি।

আমি ভয়ে স্কুলে যাই না। পরবর্তী সময়ে স্যারের সাথে অনেক সংগ্রাম করে আর্টস পড়তে পেরেছি। যদিও আমার চারুকলায়ও পড়া হয় নি। তথাকথিত ভালো রেজাল্ট আমাকে গতানুগতিক ধারাতেই নিয়ে আসে। এখন বুঝি মোস্তফা স্যারের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। আসলে জীবনের অনেক সিদ্ধান্তে বড়দের সাহায্য লাগে। আমার বাসা থেকে এ ব্যাপারে উদাসীনতা ছিল। আমি জানি স্যারের কথামতো সায়েন্স পড়লে জীবনটা আরও অন্যরকম হতে পারত।

ক্লাস নাইনে শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন মাহবুব স্যার। তিনি ইংরেজি পড়াতেন। উত্তর জানা সত্ত্বেও আমি পড়া বলি না, চুপচাপ থাকি–এটা স্যার কীভাবে জানি জেনে গেলেন। বুঝে গেলেন আমার মধ্যে অনেক জড়তা, আমি লাজুক, অর্ন্তমুখী, আমার কাছ থেকে জোর করে পড়া আদায় করে নিতে হবে। প্রতিদিন স্যার ক্লাসে 'মালা' বলে ঢোকেন। আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেন। উত্তর না বলা পর্যন্ত রেহাই নেই, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমার অবশ্য এতে খারাপ লাগে না। স্যারের স্নেহ ঠিকই বুঝতে পারি। আমার ইংরেজি উচ্চারণ, লেখার ধরন খুব পছন্দ করতেন। একসময়ে স্যার বিসিএস প্রশাসনে চলে যান। তারপর আর কখনো যোগাযোগ হয় নি।

এভাবেই আনন্দ-বেদনায় কেটে গেল আমার স্কুলজীবন।

এসএসসি-র পর কলেজে ভর্তির পালা। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ তখনও গড়ে ওঠে নি। তাই ক্যাম্পাসের বাইরে প্রথম পা রাখতে হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য রেজাল্টের কারণে শহরের ভালো কলেজেই ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। কলেজ দূরে হলেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস আছে, আমরা তাতেই যাব। রেজাল্টের কারণে বন্ধুরা বিভিন্ন কলেজে ছড়িয়ে পড়লাম। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয়েছে। বন্ধুদের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি ক্লাসরুমে, কমনরুমে কখনোবা বাসের জানালায়। বিচ্ছেদ আমি মানতে পারতাম না। তাছাড়া রোদে, বৃষ্টিতে ভিজে বাসে ঝুলে ঝুলে কলেজে যেতে প্রথম প্রথম ভালো লাগত না। নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতেও অসুবিধা হতো। কত মধ্যদুপুরে ক্লাস না করে আমি লিপি, কেয়া, পারুল এলোমেলো ঘুরেছি। কতদিন কমনরুমে লিপি-পারুলের গান বিষণ্নতা ভুলিয়েছে।

এই সময় আমরা বাসা বদল করলাম। ক্যাম্পাস ছেড়ে কাজলায় নিজেদের বাসা 'পুনর্ভবা'য় চলে এলাম। আমাদের এই বাড়িটা বিশাল দোতলা। এখানে এসে আমি নিজের জন্য আলাদা একটা ঘর পেলাম। আমার নিজস্ব এই ঘর ছেলেবেলার পুতুল, টেডি বিয়ার আর বই দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেললাম। লন্ডনে আমি প্রায় আমার সমান একটা পুতুল কিনেছিলাম। সেই পুতুল কোলে নিয়ে সুদূর লন্ডন থেকে ঢাকায়, ঢাকা থেকে রাজশাহী ফিরি। এতদিন ও ড্রইংরুমের শোকেসে বন্দি অবস্থায় ছিল। এখন ওকে বের করে আমার ঘরে এনে রাখলাম।

এখানে আসার পর ভাব হলো দুই বোন আকতার-আফরোজার সাথে। পরবর্তী সময়ে বুঝেছি হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস 'তোমাকে'র নীলু-বিলুর মতো যেন দুই বোন। আকতার ভীষণ হাসিখুশী, স্মার্ট মেয়ে, প্রথম দিন আলাপেই বলে ফেলল ওর বাবার দ্বিতীয় বিয়ের কথা। বলল ওদের এই বিষয়টা নিয়ে সবাই আড়ালে এত হাসাহাসি করে যে, ও সবাইকে আগেভাগেই বিষয়টা বলে দেয়। ওরা পাঁচ ভাইবোনই ছিল অসম্ভব মেধাবী। আকতার আর আমি প্রায়ই প্রবল বৃষ্টিতে রিকশার হুড ফেলে বেড়াতাম। হাসিখুশির আড়ালে ওর বিষাদময়তা আমি বুঝতে পারতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাসায় আসার পরপরই আপুর বিয়ে হয়ে গেল। ওর পছন্দের ছেলে শাহরিয়ার ভাইয়ের সাথে। আম্মা এতে একটু দুঃখই পায়। বড় মেয়ের জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু আপু রাজি হয় নি। শাহরিয়ার ভাই কবি। ময়মনসিংহ মেডিকেলে পড়ত। কিন্তু কবিতার নেশায় পরবর্তী সময়ে মেডিকেলের পড়া বাদ দিয়ে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। আপুর বিয়ের পর বাড়িটা আরো ফাঁকা হয়ে যায়। ভাইয়াতো আগে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বড় বাড়িটায় আমরা মাত্র চারজন মানুষ। বাবা-মা একতলায় থাকেন। আমি আর তপন দোতলায়। আমার ঘরের পাশে একটুকরা খোলা ছাদ। সেই খোলা ছাদের একটা অংশে নিচ থেকে উঠে এসে একটি পেয়ারা গাছ তার ডালপালা ছড়িয়েছে। ছায়াঘেরা সেই কোণে বসে থাকতে কী যে ভালো লাগে! আমি মনে মনে এটিকে বলি আমার গোস্‌সা ঘর। আমার অনেক বেদনা-চোখের জলের সাক্ষী ঐ পেয়ারা গাছ।

বাড়ি থেকে কিছুটা গেলেই পদ্মা নদী। বন্ধুরা এলে নদীর ধারে বেড়াতে যাই। তা নাহলে বিকেলগুলোয় যাই আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাসের আলভিজিয়া আর ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় ঘেরা প্যারিস রোডে বন্ধুদের সাথে হাঁটি। সন্ধ্যা হতে থাকলে শুচি, কাক্কু আর ক্যামেলিয়া আমার হাত শক্ত করে ধরে, ছাড়তে চায় না। আমি তবুও ফেরার জন্য রিকশা ডাকি। ক্যামেলিয়া বরাবরের মতো ওর গাছের লাল গোলাপে আমার হাত ভরে দেয়। আমি গোলাপের গন্ধ নিতে নিতে বাসায় ফিরি।

প্রায় সন্ধ্যায় লোডশেডিং হয়। আম্মার সাথে গল্প করি। আম্মার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব। দুজনে একসাথে বেড়াই, বাগান করি, নতুন নতুন রেসিপি দেখে রান্না করি, সেলাই করি।

আপুর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় একটা স্বাধীনতা আমি পেয়েছি। ইচ্ছামতো বই পড়ার স্বাধীনতা। আপু এতদিন কিশোর সাহিত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে কিছুই পড়তে দিত না। এখন আমি সব বই পড়ি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, মৈত্রেয়ী দেবী আমাকে অভিভূত করে। রাত জেগে জীবনানন্দ, পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতা পড়ি। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' পড়ে সত্যেনের জন্য অন্যরকম ভালোলাগা তৈরি হয়। বন্ধুদের কারো কারো দু'একটা ছেলে বন্ধু হয়েছে। আমারও সিনেমার নায়কের মতো দেখতে একটা ছেলের সাথে আলাপ হয়েছে। বড় অদ্ভুত নাম তার। বন্ধুদের আড্ডায় এখন এরা উঠে আসে। আমরা সবাইকে নিয়ে মজা করি এই পর্যন্তই।

কলেজে ইংরেজি পড়ান শহীদ স্যার আর মুকুট স্যার। শহীদ স্যার যখন 'গিফট অব দ্য ম্যাজাই' পড়ান আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি। তবে মুকুট স্যারের বাচনভঙ্গি, পড়ানোর স্টাইল আমাদের বাড়তি মনোযোগ দখল করে। পরীক্ষার আগে দলবেঁধে আমরা স্যারের কাছে ইংরেজি পড়তে চাই। ব্যাচেলর হওয়ায় অথবা ব্যাচেলর কোয়ার্টারে থাকার কারণেই হয়তো তিনি রাজি হন না। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। রাজি করিয়ে ছাড়ি। খুব ভোরে, সাড়ে পাঁচটার বাসে আমরা বন্ধুরা ঘুম ঘুম চোখে স্যারের কাছে পড়তে যাই। সেখান থেকে আটটায় কলেজে। পরিশ্রম হয় অনেক। কিন্তু মনের আনন্দে থাকি আমরা। কলেজজীবন যেন একটু মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে।

একসময় এইচএসসি পরীক্ষা দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। আমরা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে শেষের ক'টা মাস বইয়ে মুখ গুঁজে থাকি।

এরমধ্যে মুকুট স্যার বিসিএস প্রশাসনে চলে যান। যাবার আগে সবার বাসায় দেখা করতে আসেন। স্যার যে চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তা আমরা জানতামই না। এক সকালে লিপিদের বাসায় স্যার অনেক গান শোনান। ফিরে গিয়ে আমাদের চিঠি লিখেন নওগাঁর ধামইরহাট থেকে। স্যার সেখানেই সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। আমরা জবাব দেই। এভাবে স্যারের সাথে সম্পর্ক অনেক গভীর হয়ে যায়। সেই সম্পর্ক এখনও টিকে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম আলাপ

এইচএসসি পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্টের অপেক্ষা করছি। আমাদের হাতে অফুরন্ত অবসর। সময় যেন কাটতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তখন এত সমস্যা ছিল না। ভালো রেজাল্ট থাকলে পছন্দ মতো বিষয়ে ভর্তি হওয়াটা অনেক সহজ ছিল। পরীক্ষাও ভালো দিয়েছি। তাই আনন্দ নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছি। হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের সাথে আমার পরিচয় হল তখনই। একে একে পড়ে ফেললাম 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'অচিনপুর', 'নির্বাসন'। রাবেয়া আপা, রুনু, আনিস ভাই–উপন্যাসের চরিত্রগুলো সবাই কেমন কাছের মানুষ হয়ে গেল। সবার জন্য মনটা ভার হয়ে থাকল।

সেদিন সন্ধ্যায় ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তখনতো এখনকার মতো ঘরে ঘরে আইপিএস, জেনারেটর ছিল না। লোডশেডিং হলে আমরা ছাদে সময় কাটাতাম। ছাদে হাঁটতে হাঁটতে হুমায়ূন আহমেদকে চিঠি লেখার কথাটা মাথায় এল। ঠিকানা তো কোনো ব্যাপার না। কারণ প্রতিটি বইয়ের পেছনে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা থাকে। ঘরে এসে মোমবাতির আলোয় প্রিয় লেখককে লিখে ফেললাম অনেক বড় একটা চিঠি। লিখলাম বাবা-মার উপর একটা বিষয়ে আমার খুব রাগ হয়েছে। লিখলাম রাবেয়া আপার মতো আমার গায়ের রঙও কালো। এই নিয়ে আমার অনেক দুঃখ। যদিও 'শঙ্খনীল কারাগার' পড়ার আগে গায়ের রঙ নিয়ে কোনো দুঃখবোধ ছিল বলে মনে হয় না। বইটা পড়েই রাবেয়া আপার দুঃখকে মনে হয়েছিল আমার নিজেরই দুঃখ। তারপর চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে করতে একসময় ভুলেই গেলাম বিষয়টা, যা ঐ বয়সেই হয়ত স্বাভাবিক।

ততদিনে এইচএসসি-র রেজাল্ট হয়েছে। কিসে ভর্তি হব, বন্ধুরা কোথায় পড়বে, ফর্ম তোলা সবকিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন নীল খামে গুটি গুটি অক্ষরে অচেনা হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি চিঠি এসে উপস্থিত আমার ঠিকানায়। আমার সব বন্ধুরাতো রাজশাহীতেই থাকে। চিঠি লেখে কেবল মুকুট স্যার, কলেজের বন্ধু টপি আর মাঝে মাঝে ভাইয়া। আনন্দে, ভয়ে, উত্তেজনায় চিঠি খুলে কী ভালো যে লাগল! হুমায়ূন আহমেদের চিঠি! পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা নাইক্ষ্যংছড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য উত্তর লিখতে তাঁর এত দেরি হয়েছে। সেই চিঠি কতবার পড়লাম। পড়তে পড়তে দাঁড়ি, কমা সব মুখস্থ করে ফেললাম।

মালা কল্যাণীয়াসু,

আমি অত্যন্ত লজ্জিত। তোমার চিঠির জবাব দিতে এতটা দেরী করব ভাবিনি।

আসলে কি হয়েছে জান ? তোমার চিঠি পাবার পরপরই চলে গিয়েছিলাম 'নাইখ্যংছড়ি'। পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি পাহাড়ি জায়গা। দেরী হল সেই কারণে।

এখন বল তুমি কেমন আছ ? বাবা-মা সবার সঙ্গে ঝগড়া চলছিল বলে লিখেছিলে। আশা করি সব মিটে গেছে। নাকি এখনো মিটে নি ?

গায়ের রং নিয়ে তুমি মনে হয় খুব চিন্তিত। গায়ের রংটা এমন কি জিনিস ? এইসব নগন্য বিষয় নিয়ে কখনো ভাববে না, ঠিক আছে ? তাছাড়া আমার মনে হয় তুমি যথেষ্ট ফর্সা। কারণ একবার একটি মেয়ে লিখেছিল–আমি খুব কাল এ নিয়ে আমার খুব দুঃখ। সেই মেয়েটি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি দেখলাম রাজকন্যার মত একটি বালিকা। মেয়েটির নাম গুলতেকিন আহমেদ। নামের শেষের পদবী থেকে কিছু কি আঁচ করতে পারছ ?

হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

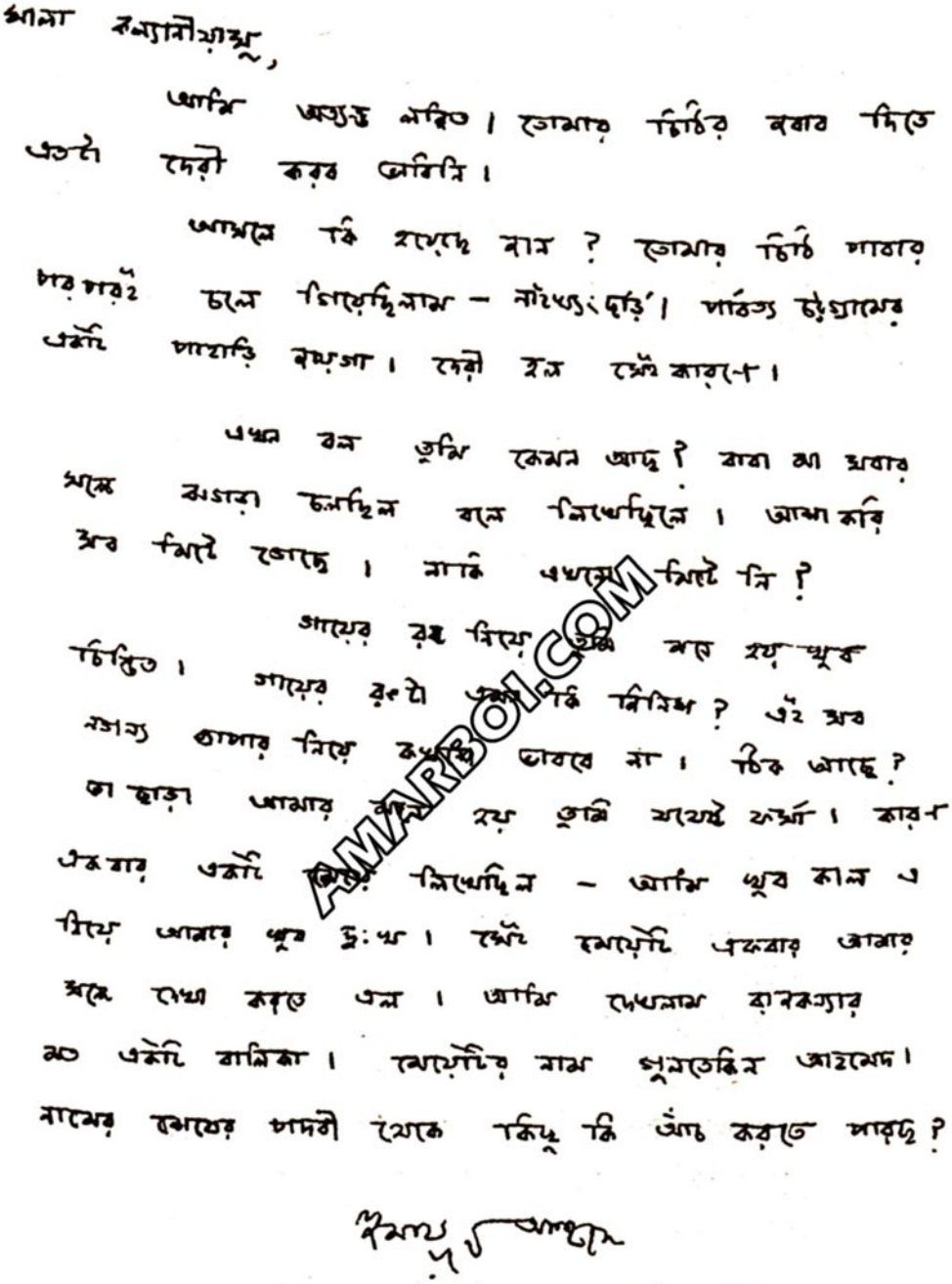

এভাবেই যোগাযোগের শুরু। তারপর চিঠিতে চিঠিতে চমৎকার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালা

তোমার চিঠি পেয়েছি।

পরীক্ষার Result চমৎকার হয়েছে। Congratulations। এখন কোথায় ভর্তি হয়েছ ?

তোমার মত বয়সী মেয়েদের নিয়ে একটি চমৎকার উপন্যাস লিখছি। নাম হচ্ছে "তোমাকে"। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে। এখন লিখছি একটি ভূতের গল্প। লিখতে লিখতে নিজেই ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। কি ঝামেলা বল দেখি।

আমাকে কি সম্বোধন করবে জানতে চেয়েছ। যা ইচ্ছা।

হুমায়ূন আহমেদ
১৩/৯/৮৪

পুনশ্চ: অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে আমি TV তে একটি সিরিজ নাটক শুরু করছি "এইসব দিনরাত্রি"। তুমি সবাইকে নিয়ে দেখবে এবং জানাবে কেমন হচ্ছে। ভাল হলে Series চালিয়ে যাব। নয়ত বন্ধ করে দেব।

AMARBOI.COM

মালা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

পরীক্ষার Result চমৎকার হয়েছে। Congratulations.

এখন কোথায় ভর্তি হয়েছ ?

তোমার মত বয়সী মেয়েদের নিয়ে একটি চমৎকার উপন্যাস লিখছি। নাম হচ্ছে "তোমাকে"।

আশাকরি তোমাদের ভাল লাগবে। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছি একটি ভূতের গল্প। লিখতে লিখতে নিজেই ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। কি আজেবাজে বকছি।
আমাকে কি অসুস্থ করতে বানাতে চেয়েছ?
যা হউক।

হুমায়ূন আহমেদ
১৩। ৯।৮৪

পুনশ্চ: অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে আমি TV তে একটি ধারাবাহিক নাটক শুরু করেছি "এইসব দিনরাত্রি" তুমি সবাইকে মিলে দেখতে। কেমন লাগে বানাতে কেমন হচ্ছে। তোমার মতামত জানিয়ে যাও। নয়তো বন্ধ করে দেব।

AMARBOI.COM

মালা
তোমার চিঠি পেয়েছি।
জবাব দিতে কেন দেরী হল? নাটক!
সব সময় নিয়ে নিচ্ছে।
এখন বল কেমন লাগল 'এইসব দিনরাত্রি'?
ভাল? না খারাপ?

হুমায়ূন আহমেদ
১০/১০/৮৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

জবাব দিতে কেন দেরী হল ? নাটক!

অত সময় নিয়ে নিচ্ছে।

এখন বল কেমন আছিস ` এইসব দিনরাত্রি ?

ভাল ? না খারাপ ?

হুমায়ূন আহমেদ
১০।১০।৮৪

AMARBOI.COM

মালা ২৫/১১/৮৪

তোমার চিঠি পেয়েছি। 'এইসব দিনরাত্রি' নিয়ে এত ব্যস্ত যে জবাব দেয়া হচ্ছে না। অনেক চিঠি জমে গেছে।

তা ছাড়া জন্ডিসে ভুগে খুব কাহিল হয়েছি। আগের মত কাজ করতে পারি না। তবু লিখতে বসেছি কারণ– শেষ চিঠিতে অভিমান লক্ষ্য করলাম।

ভাল থাক।

হুমায়ূন আহমেদ

পুনশ্চ: রাজশাহীতে আসবার পরিকল্পনা আছে। তখন দেখা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫।১১।৮৪

মালা,

তোমার [redacted] চিঠি পেয়েছি। 'এইসব দিনরাত্রি' নিয়ে এত ব্যস্ত যে জবাব দেয়া হচ্ছে না। অনেক চিঠি জমে গেছে।

তা ছাড়া বমিতে ভুগে খুব কাহিল হয়েছি। আগের মত কাজ করতে পারি না। তবু লিখতে বসেছি কারন - শেষ চিঠিটিতে অভিমান লক্ষ্য করলাম।

ভাল থাকো।

হুমায়ূন আহমেদ,

পুনশ্চ: রাজশাহীতে আসবার পরিকল্পনা আছে। তখন দেখা হবে।

AMARBOI.COM

মালা কল্যাণীয়াসু ২৯/১২/৮৪

তোমার সুন্দর সুন্দর চিঠি পাই অথচ জবাব দিতে পারি না। যদি ১৮/১৯ বছর বয়স হতো তাহলে চমৎকার সব জবাব লিখতাম। এখন চিঠি লিখতে হয় খুব সাবধানে।

তোমার চিঠি পড়ে পড়েই তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তুমি কেমন মেয়ে বলতো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো ?
মোটা ?
বেঁটে ?
মুখে বসন্তের দাগ ?
দাঁত উঁচু ?
নাকি অপরূপ রূপবতী কেউ ?
যাকে দেখলেই বলতে ইচ্ছা করে
"আমি এনে দেব তোমার উঠোনে
সাতটি অমরাবতী।"

নতুন বৎসর তোমার জন্যে অনেক আনন্দ ও সুখ বয়ে নিয়ে আসুক। এই শুভ কামনায়।

হুমায়ূন আহমেদ
২৯/১২/৮৪

AMARBOI.COM

সালা কন্যাদায়গ্রস্ত

তোমার সুন্দর সুন্দর চিঠি পাই অথচ জবাব দিতে পারি না। যদি ১৮/১৯ বছর বয়স হতো তাহলে চমৎকার সব জবাব লিখতাম। এখন চিঠি লিখতে হয় খুব আবছাভাবে।

তোমার চিঠি পড়ে পড়েই তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তুমি কেমন মেয়ে বলতো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো ?
মোটা ?
কৈ ?
সুখে বসবাসের দাস ?
দাঁত উঁচু ?

নাকি অপরূপ রূপবতী বৌ ?
যাকে দেখলেই বলতে ইচ্ছা করে
" আমি এসে দেব তোমার উঠোনে
সাজী ভরাবকুল । "

নতুন বছরে তোমার জন্য আরও
আনন্দ ও সুখ নিয়ে আসুক এই শুভ
কামনা ।

হুমায়ূন আহমেদ
২৯।১২।৮৪

AMARBOI.COM

মালা কল্যাণীয়াসু,

তোমার সুন্দর সুন্দর চিঠি পড়ছি। জবাব দিতে পারছি না। কারণ, লিখবটা কি ?।

ঐদিন তোমার এক বোনের সঙ্গে দেখা হলো গ্রন্থমেলায়। যার স্বামী হচ্ছে একজন কবি চিনতে পারছ ?

তোমাকে আমার নতুন প্রকাশিত তিনটি বই পাঠাচ্ছি। কাজেই নতুন বই কিনতে যাবার দরকার নেই।

হুমায়ূন আহমেদ
২১.২.৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ রসায়ন সমিতি
BANGLADESH CHEMICAL SOCIETY
Eighth Annual Conference
1-2 February, 1985

মালা
কল্যাণীয়াসু

তোমার সুন্দর সুন্দর চিঠি পড়ছি। জবাব দিতে পারছি না। কারণ, লিখবো কি?

এইদিন তোমার এক বোনের আসে দেখা হলো প্রভু মোলায়। যার ছবি হতে একদম কাবি চিনতে পারছ?

তোমাকে আমার নতুন প্রকাশিত চিনটি বই পাঠাচ্ছি। কারো নতুন বই পড়িতে আমার দরকার নেই।

[illegible]
২৯।২।৮৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমানুষ পাঠালাম। মানুষতো অনেক দেখেছো এখন দেখ অমানুষ।

আর শোন তোমার বানান সম্পর্কে একটা আপত্তির কথা বলি। তুমি লেখ–'ক্যামন' 'কোরে'। ধ্বনিগত দিক দিয়ে ঠিক আছে। কিন্তু পড়তে খুব বিরক্তি লাগে।

গদ্য হবে সহজ ও সরল। অনাবশ্যক 'য'ফলা আনা ঠিক নয়। এখন থেকে "ক্যামন" না লিখে "কেমন" লিখবার চেষ্টা করবে।

তোমার ভাষা সুন্দর। এতে তা আরো সুন্দর হবে।

আমার "এইসব দিনরাত্রি" কেমন লাগছে ? নিয়মিত দেখছ তো ? গল্প এখন গুটিয়ে আনছি। শেষটা কি হবে আন্দাজ করতে পার ?

আদিলের কাছে শুনলাম তোমাদের বাড়িটি নাকি অপূর্ব। তোমার প্রসঙ্গে বললো–মেয়েটি নিতান্তই বালিকা। চিঠি পড়ে তা অবশ্যি মনে হয় না।

ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে যোগাযোগের ভাল মাধ্যম হচ্ছে টেলিফোন ৫০৩৫০১। সন্ধ্যার পর করলে পাবে। তবে লেখকদের সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের দেখা হওয়া ঠিক না। এতে আশাভঙ্গ হয়। কারণ আমি কথা বলতে পারি না। চালচলনও গ্রাম্য ধরনের।

তোমার বান্ধবীর কাছে লেখা চিঠি যা ভুল করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে তা কি তোমাকে ফেরত পাঠাতে হবে ?

ভাল থাক ও সুখে থাক।

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩।৩।৮৫

আম্মা,

তোমার চিঠি পেলাম। আমার তো মনে হয় তোমার অনেক দেখেছো এখন দেখ তোমার।

আর শোন তোমার বানান সম্পর্কে একটা আপত্তির কথা বলি। তুমি লেখ — 'আমার', 'কোরে', 'বাঁচিতে' কিন্তু 'দাদা' ঠিক আছে। কিন্তু বড়ই খুব বিরক্তি লাগে। পদ্য হবে সহজ ও সরল। অপ্রয়োজনে 'র' ফলা আনা ঠিক নয়। এখন থেকে "ক্যামন" না লিখে "কেমন" লিখবার চেষ্টা করবে।

তোমার ছাতা সুন্দর। পরে তা আরো সুন্দর হবে।

আমার "এঁকেবেঁকে দিগন্ত"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই
দেখছ তো? গল্প এখন শুরু
আমাদের। শেষটা কি হবে
এটা তুমি করতে পার?

আশীষের কাছে তখন
তোমাদের বাড়ির মানে অপূর্ণ!
তোমার প্রথমে বলবো – মেয়েটি
নিতান্তই বালিকা। চিঠি পড়ে
তা একটুও মনে হয় না।
যেকোন এক
আমার আর যোগাযোগের
ভাল মানুষটির যোগাযোগ
৫৪ ৫০৭

সম্ভাব্য পায় কখন পাবে।
তবে লেখকদের আর পাঠক
পাঠিকার দেখা হওয়া ঠিক না।
এত আগ্রহ হয়। কারণ
আমি কথা বলতে পারি না।
চালচলন ও ভাষ্য ঠিকানের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

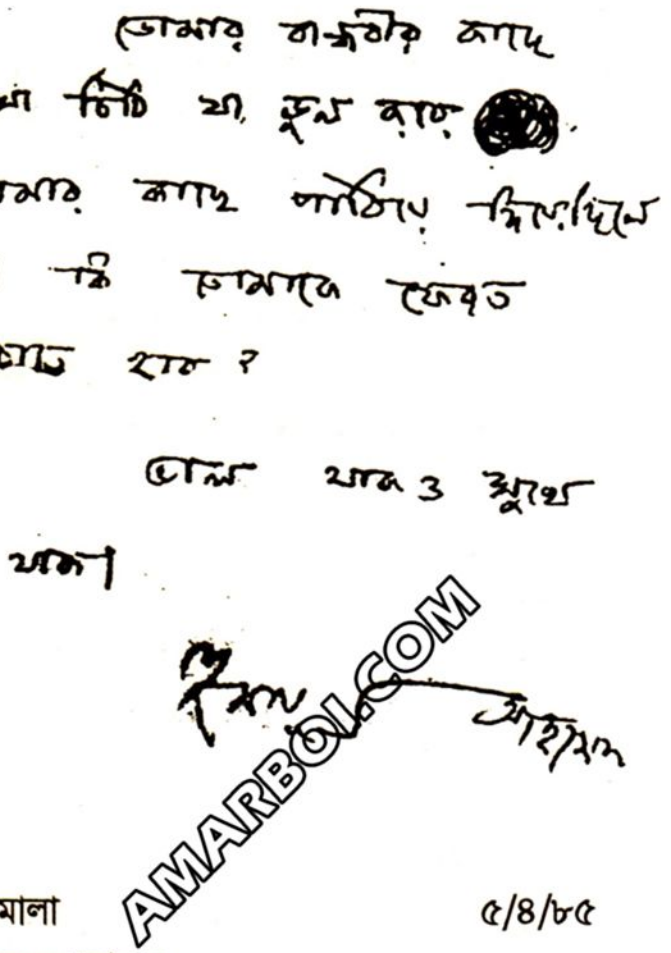

প্রিয় মালা ৫/৪/৮৫

বল কেমন আছ ?

মনে মনে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। লম্বা কোন বালিকাকে দেখলেই ভেবেছি–মালা নাকি ? আসনি কেন ? চিঠি লিখে লিখে তুমি আমার মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছ। কেন করেছ তা তুমিই জান। তারপর যখন একদিন সত্যি সত্যি এসে উপস্থিত হব তখন মাথায় হাত দেবে।

এখন তুমি আমাকে বল–আমার চিঠিগুলি কাকে কাকে পড়তে দাও ? চিঠি কোন সাহিত্য কর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। ব্যক্তিগত কথাবার্তা সেখানে থাকে যার কোন রকম প্রচার হওয়া ঠিক না। আর আমার সবচে বড় মুশকিল হচ্ছে কাউকে যখন কিছু লিখি তখন আর অন্য কিছু মনে থাকে না। একজন অদেখা বালিকাকে মনে হয় আমার প্রেমিকা। আমি তোমাকে লিখব যদি কথা দাও কেউ সে চিঠি পড়বে না। যদি কোনদিন খুব বিখ্যাত হয়ে যাই (সেই সম্ভাবনা কিছুটা আছে) তখন সে সব প্রকাশ করবে। তবে তাও করবে আমার মৃত্যুর পর। ঠিক আছে ?

টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে পারিনি কারণ টেলিফোন যন্ত্রটা আমার পছন্দ নয়। এখানে দুজনার সামনে একটি পর্দা দুলতে থাকে। কথা বলার সময় তোমার চোখ চমকিত করে উঠলো না তীক্ষ্ণ হয়ে গেলো, তা দেখতে পাই না। যে হাসিটা হাসলে তা কি অবজ্ঞার হাসি না ভালবাসার হাসি তাও জানা যায় না।

মুখোমুখি গল্প বলায় আমি কিন্তু খুব ওস্তাদ। তবে লজ্জা ভাঙ্গতে সময় লাগে। তোমার সঙ্গে খুব সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া গল্প শুনতেও খুব ভালবাসি। তুমি যদি সারাদিন বকবক কর তা হাসিমুখে শুনতে পারব। এবং ভালই লাগবে। অনেকেই সেটা পারে না।

কি যে আবোল তাবোল লিখছি। আসলে বুঝতে পারছি না কি লেখা উচিত। কি ধরনের চিঠি তুমি চাও। সাহিত্য ? মাফ চাই। সাহিত্য আমি জানি না। উপদেশ ? সর্বনাশ আমি কাউকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদেশ দেই না। শুধু চিঠি ? কি হবে তা দিয়ে ?

দেখ মালা, আমি কিন্তু খুব গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারি। শেষটায় চিঠি পড়ে পড়ে মায়ায় জড়িয়ে পড়বে। সেটা কি ঠিক হবে ? হাঁসের গায়ে জল লাগে না কিন্তু তুমি হাঁস নও। জলের কাছে গেলেই তোমার গায়ে জল লাগবে এবং সে জল শুকুতে চাইবে না। মেঘলা দুপুরে–কিংবা বর্ষার রাতে গায়ে লেগে থাকা জলে জোয়ার আসবে। খুব কষ্টের ব্যাপার হবে সেটা।

বড় অদ্ভুত মানুষের জীবন। কত অল্পদিন আমরা বাঁচি কিন্তু এর মধ্যেই কত বিচিত্র ধরনের দুঃখ ও আনন্দ আমাদের জড়িয়ে রাখে। তাই না ? এখন বলতো ভাই তুমি কেমন আছ ? তোমার মুকুট স্যার এবং অমুক ভাই তমুক ভাইরাই বা কেমন ? (হা হা হা)।

আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে চন্দনের বনে।

হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM

প্রিয় মালা/

বল কেমন আছ ?

মনে মনে তোমার নাম্বে অপেক্ষা করছিলাম। [redacted] পত্র কোন কালিকাকে দেখলেই ভেবেছি — মালা নাকি ? আসনি কেন ? চিঠি লিখে লিখে তুমি আমার মাঝে এক বিরহের আগ্রহ সৃষ্টি করেছ। কেন করেছ তা তুমিই জান। আবার যখন একদিন সত্যি সত্যি এসে উপস্থিত হব তখন মাথায় হাত দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তুমি আমাকে বল – আমার চিঠিগুলি কাকে কাকে পড়তে দাও? চিঠি লেখা আশ্চর্য কিছু নয়। ব্যক্তিগত কথা বার্তা সেখানে থাকে আর কোন রকম প্রচার হওয়া ঠিক না। আর আমার মনে হয় বড় মুশকিল হচ্ছে কাউকে যখন চিঠি লিখি তখন আর অন্য চিঠি মনে থাকে না। একবার অদেখা কাল্পনিককে মনে হয় আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুনিকা। আমি তোমাকে লিখব যদি কথা দাও কেউ যেন চিঠি পড়বে না। যদি কোনদিন খুব বিখ্যাত হয়ে যাই (যে সম্ভাবনা একদমই আছে) তখন যেন যত প্রকার কথাই। তবে তাও করবে আমার মৃত্যুর পর। ঠিক আছে?

AMARBOI.COM

টেলিফোনে কথা বার্তা বলতে পারবে কারণ টেলিফোন ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়। একবার দু'বছর আমাদের একটি পর্দা ঝুলতে থাকে। কথা বলার সময় তোমার চোখ চিকচিক করে উঠলো না ভাঁজ হয়ে গেলো তা দেখতে পাই না। যে হাসিটি হাসছে তা কি অবহেলার হাসি না ভালবাসার হাসি তাও বোঝা যায় না।

মুখোমুখি কথা বলায় আমি কিন্তু খুব ওস্তাদ। তবে শুরু জানতে সময় লাগে। তোমার সঙ্গে খুব সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া কথা শুনতে খুব ভালবাসি। তুমি যদি আকাশের বক বক কর তা হলেও শুনতে রাজি। এবং ভালই লাগবে। অনেকেই সেটা পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি যে আবোল তাবোল লিখছি। আমরা বুঝতে পারছি না কি লেখা উচিত। কি ধরনের চিঠি তুমি চাও। আদিত্য ? না ভাই।। আদিত্য আমি নাদিয়া। উপমেয় ? অরিয়ানা আমি কউকে উপমেয় দেই না। শুধু চিঠি ? কি হবে তা দিয়ে ?

দেখ আমা, আমি রিনু খুব তাড়িয়ে চিঠি লিখতে পারি। তোমরাও চিঠি পাড় পড়ে আমায় ধরিয়ে দেবে। মেটা কি ঠিক হবে ? হাঁসের গায়ে বল লাগে না রিনু তুমি জান ত। বাঁশের কাছে মেলেই তোমার গায়ে কত লাগবে এবং বল উড়ুতে চাইবে না। বেধসা দুপুর - কিংবা বর্ষার রাতে গায়ে লেপ থাকা বলে বোঝাই যাবে। খুব কষ্টে ব্যালান্স হবে মেটা।

বড় অদ্ভুত মানুষের জীবন। কত অজানাদিন আমরা বাঁচি রিনু এরমাঝেই কত বিচিত্র ধরনের দুঃখ ও আনন্দ আমাদের ঘিরে রাখে। তাই না ? এখন বলল তাই তুমি কেমন আছ ? তোমার মুক্তা স্যার এবং অমুক তাই তমুক ভাইয়াই বা কেমন ? (হা হা হা)।

আর এই পর্যন্তই। দেখা হবে চন্দনের ঘরে।

ইমাম্পুর আমেলা—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দেখা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রায় এক বছর বসে থাকতে হলো। বারবার মারামারি আর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা। তারপরও একসময়ে ক্লাস শুরু হলো। কলেজের দুই বছর বাইরে থাকার পর আবার প্রিয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছি। সব বন্ধুরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু তাতে কী, রুটিন দেখে অফ পিরিয়ড খুঁজে সবাই প্রতিদিনই নির্দিষ্ট কিছু সময় একসাথে কাটাই। আবুর ক্যান্টিনের পাশে পানির ট্যাংকির নিচটা আমাদের খুব প্রিয়। লাইব্রেরির পিছনের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আলীর ক্যান্টিনের সিঙ্গারা খেতেও ভালো লাগে। মাঝে মাঝে অকারণেই মন বিষণ্ন হলে অথবা ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে যখন আর মাঠে বসা যায় না, আমরা তখন লাইব্রেরির নিচতলার বারান্দায় চলে যাই। ঐ বারান্দায় কখনো কেউ যায় না। একটা ইউক্যালিপটাস গাছ তার ডালপালা দিয়ে ঐ নির্জন বারান্দাকে আরো নির্জন করে রেখেছে। আমরা হাত-পা ছড়িয়ে বসি। বৃষ্টির ছাট আমাদের গায়ে, চোখে-মুখে এসে লাগে। আমাদের কারোরই তখন প্রেম ছিল না। প্রেমে দুঃখ পাওয়ার ইতিহাস ছিল, যা তারপরও সবার মনটা যেন কার বিরহে কাতর থাকতো। কেয়া আগের রাতে পড়া জীবনানন্দের 'কোনো ব্যথিতাকে'র কথা বললে টপি নতুন কোনো কবির পড়া কবিতা শুরু করতো–'মেয়ে তুমি আঘাত নেবে, তবে ভালোবেসে ফ্যালো কাউকে ...।' স্বাতী গুনগুন করে গাইতো–দূরে কোথায় ...। আর আমি হয়তো হুমায়ূন আহমেদের নতুন পাওয়া চিঠিটার কথা ভাবতাম। ছোট্ট তিনটা শব্দ 'তুমি কেমন আছ ?' কিন্তু আমি মনে মনে এই শব্দ তিনটার উত্তর কতভাবেই না সাজাতাম!

এর মধ্যে তিনি পর পর কয়েকটি চিঠিতে রাজশাহী আসার প্রসঙ্গে লিখলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালা

অনেকদিন পর লিখছি। বল তুমি কেমন আছ। আশা করি খুব শিগগীরই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তখন দেখব তোমার উৎসাহ থাকে কী না। তখন হয়তো পাওয়াই যাবে না।

বল কেমন আছ ? দেবী ভাল লাগলো না কেন ? নাকি বাজিতে হারার ভয়ে বলছ ভয় লাগেনি। বাজিতে হারলেই ভাল হত। কঠিন একটি শর্ত দিতে পারতাম। হা হা হা।

'আমার আছে জল' পাঠালাম। এইটি কেমন হয়েছে ? নাকি এটাও ভাল লাগেনি।

তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর যদি তোমাকে আগের মতই ভাল লাগে তাহলে তোমার জন্যে একটি সারপ্রাইজ আছে। আগে বলব না।

রাজশাহীতে আমার থাকার ব্যবস্থা কী তুমি করবে না অন্যদের করতে বলব ? জানাবে।

তুমি কী দৈনিক বাংলায় আমার ধারাবাহিক উপন্যাস দূরে কোথায় পড়ছ ? সেখানে মালা বলে একটি মেয়ের চরিত্র আসবে। যা তোমাকে মনে রেখেই লেখা হয়েছে। হা হা হা। লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের অনেক ঝামেলাও আছে।

একবার আমি তোমার মত একজন পাঠিকাকে বই উৎসর্গ করেছিলাম। পাঠিকাটি তখন পড়তো ক্লাস এইটে। তার মা এই বই উৎসর্গের খবর পেয়ে এবং বই দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন [আনন্দে না ভয়ে। তিনি ভাবলেন কী সর্বনাশ। ইউনিভার্সিটির একজন মাস্টার তার বাচ্চা মেয়েকে বই উৎসর্গ করবে কেন ?]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মেয়েটি ক্লাস টেনে উঠামাত্র তাকে বিয়ে করে ফেলি। বিয়ের পর সে জানতে পারে যে হুমায়ূন আহমেদ মানুষ হিসেবে খুবই সাধারণ। সে চাঁদের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে না। কবিতা আওড়ায় না। সে আর দশটা মানুষের মতই রাগ করে চেঁচামেচি করে।

স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার মত ব্যাপার। সে সবসময় বলে–"তোমার লেখাই ভাল অন্য কিছু ভাল নয়।" হা হা হা।

অবশ্যি আমার ধারণা আমি খুব একটা খারাপও না। যদিও কোন এক পত্রিকায় দেখলাম অভিনেত্রী ডলি জহুর বলেছেন–"হুমায়ূন আহমেদ একজন চেংড়া। এবং আধাপাগল।" কী সর্বনাশ! এই মেয়ে বলে কী ? তুমি কী বল সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

হুমায়ূন আহমেদ
২৩.৯.৮৫

AMARBOI.COM

মালা

অনেকদিন পর নিখাদ। বল তুমি কেমন আছ। আশা করি খুব শিগগীরই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তখন দেখব তোমার ঠোঁটে হাসি থাকে কী না। তখন হয়তো সাহসটা থাকে না।

বল কেমন আছ? দেখা হলে পালালে না তো? [illegible] নাকি বাড়িতে হারাবে ভয়ে বলছ ভয় পাচ্ছে না। বাড়িতে হারালেই ভাল হত। কঠিন একটা শাস্তি দিতে পারতাম। হা হা হা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আদৃ বলে ডাকো নাম।
খারাপ লাগে? নাকি এটাও ভাল
লাগেনি।

তোমার প্রেমে দেখা হতে পারে
যদি তোমাকে আমার কবিতা ভাল লাগে
তাহলে তোমার জন্যে একটি সারপ্রাইজ
আছে। আগে বলব না।

বাংলাটাতে আমার ডাকার
ব্যবস্থা কী তুমি করতে না অন্যদের
করতে বলব? হাসাবে।

তুমি কী দিদির [redacted] আমার
বাংলাদেশ ইতিহাস [redacted] দুরে কোথায়
পড়ছ? [redacted] বলে একটি মেয়ে
চরিত্র আছে। [redacted] তোমাকে আমি কোথাই
লেখা হাড়াই। হা হা হা। লেখকদের
মধ্যে যোগাযোগের একটা ব্যাপারও আছে।

একবার আমি তোমার মত একজন
পাঠিকাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলাম।
পাঠিকাটি তখন পড়তে ক্লাস থেকে। তার
মা ঐ বই উপহারের খবর শোনে এবং
বই [redacted] করে ফেলে [আনন্দে না
না। তিনি তাকে কী [redacted] ঐ বই
একদম [redacted] তার বদলে [redacted]
উপহার করার কেন?]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মোটামুটি ক্লাস টেন ইলেভেন
তাকে নিয়ে করে ফেলি। বিয়ের পর সে
বলতে থাকে যে ইমন্দুর আহমেদ মানুষ
হিসেবে খুবই অমায়িক। সে তাদের
দিকে যা কাজ তাকিয়ে থাকে না। কারিতা
আওড়ায় না। সে আর দশটা মানুষের
মতো কথা বলে তৈরাসেই করে।

ব্যাপারটা ভয়ংকর হওয়ার মতো ব্যাপার। সে
অবশ্যই বলে — "তোমার লেখার ভেতর অন্য
কিছু থাকে না।" হা হা হা।

অবশ্য আমার মনে হয় আমি খুব
ভেজা খাবারও খাই। যদিও কোন একদিন
লিখেছিলাম অভিমানী ডালি হলুদ বলেছে
— "ইমন্দুর আহমেদ একজন ছেনড়া। এবং
আমিআজান।" হা ঈশ্বরমা, [redacted]
এই কথা বলেছো? তুমি কী বল যেটা
[redacted] সাথে [redacted]

26/1/22

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের চিঠিটা একটু মজার। ক্লাসে বসেই আমার হঠাৎ মনে হলো অনেকদিন তাঁর চিঠি পাই না। তারপর ক্লাস শেষে পোস্টঅফিসে গিয়ে পোস্টঅফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিঠিটা লিখে ফেলি। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিঠির আদলে, চিঠির উপরেই জবাব পাঠিয়ে দেন-

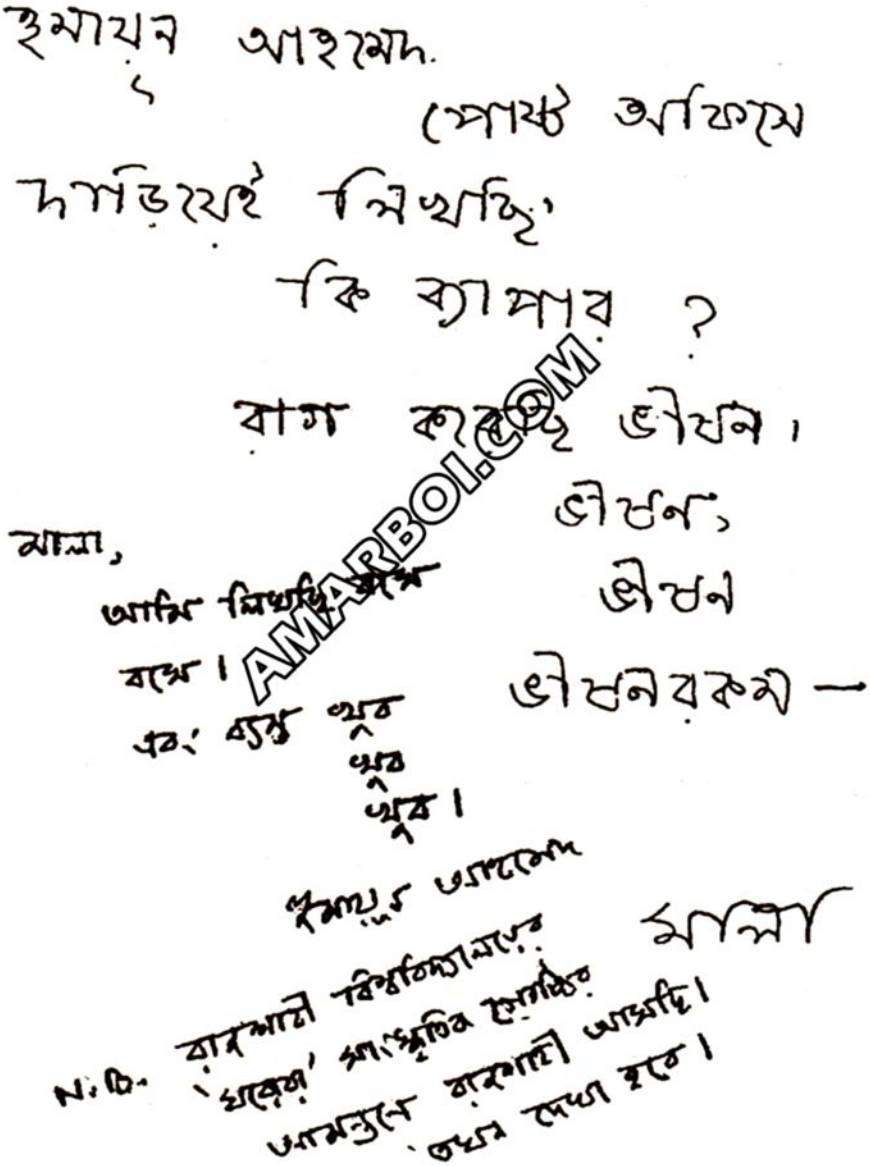

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষের চিঠিটায় লিখলেন–

যদি যাই তাহলে উঠব কোথায় ? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তোমাদের বাসায় তুলতে পারবে না। নাকি পারবে ?

কিছুই বলা যায় না একদিন হুট করে চলেও যেতে পারি। লম্বা একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে হাঁটতে কেমন লাগে জানতে ইচ্ছা করে।

হুমায়ূন আহমেদ

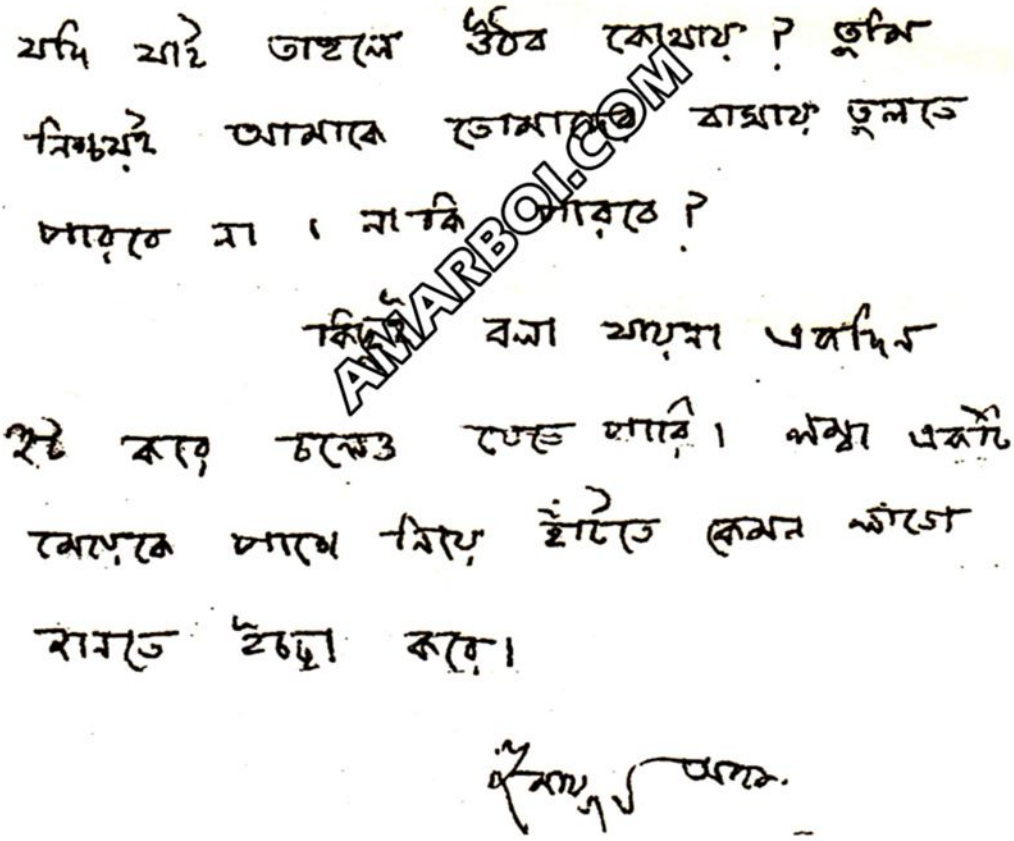

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫ নভেম্বর তিনি রাজশাহী এলেন। আমি সেদিন ক্লাসে যাই নি। বাসাতেই ছিলাম। মনের মধ্যে আশংকা কোথায় কীভাবে দেখা হবে। আমাদের বাসায় সরাসরি উঠবেন নাকি অন্য কোথাও। সকাল এগারোটায় কবি আতাউর রহমান চাচা ফোন করলেন–হুমায়ূন কথা বলবে। আমার বুকের মধ্যে তখন ঢিব ঢিব ঢিব ঢিব। রিসিভার ধরতেই বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউসে (জুবেরী হাউস) উঠেছেন। আমি যেন গিয়ে নিয়ে আসি। রুম নং-১৩৭। আমি মেঘের ডানায় ভাসতে ভাসতে দোতলায় এলাম। আহা! প্রিয় লেখকের সঙ্গে প্রথম দেখা হবে। কী আনন্দ। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে ...। জামাকাপড় নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। কিন্তু আজ আলমারির কোনো কাপড়ই পছন্দ হচ্ছে না। কোনোটাই যেন আমাকে মানাচ্ছে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, ইশ, কী পচা চেহারা আমার, কিছুই মানায় না। তারপর চোখের জলে একাকার হয়ে রিকশা নিয়ে গেলাম সোজা জুবেরী হাউসে। ১৩৭ নাম্বার রুমে টোকা দিতেই যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে চিনতে এতটুকুও কষ্ট হলো না।

: কে, মালা নাকি ?

আমি মাথা নাড়ালাম।

: সকালে রাজশাহীতে নেমেই আমি কিন্তু তোমার ডিপার্টমেন্টে গেছি তোমার খোঁজে। তুমি আজ ক্লাসে যাও নি।

শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল। ব্যাগ গুছানোই ছিল। ওনাকে নিয়ে চলে এলাম আমাদের বাসায়।

আসার পর থেকে উদ্যোক্তারা বারবার ফোন করছেন। তাঁদের ব্যবস্থা করা জায়গায় না থাকায় সবাই মহাবিরক্ত। তাঁরা তাঁর জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি যেন সময় মতো পৌঁছে যান। তাঁর অবশ্য এসব কিছু স্পর্শ করছে বলে মনে হচ্ছে না। বাসার সবার সাথে সহজ ভঙ্গিতে গল্প করছেন। বাসার লোকজনও নিমেষের মধ্যে এত সহজ হয়ে গেল যেন তিনি অনেকদিনের চেনা কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটার দিকে গোসল সেরে ভীষণ কুঁচকানো সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরলেন। বারবারই বললেন, তাঁর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। লোকজনের ভিড়ে একদম খেতে ভালো লাগে না, তাই বাসাতেই খেতে চান।

কিন্তু দুটোর দিকে যখন উদ্যোক্তারা অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো তখন তিনি যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। পোশাক তো পাল্টালেনই না বরং তপনকে বললেন ওর একটা স্যান্ডেল দিতে পরার জন্য। তপন তাঁকে রেখে এলো।

পরে শুনি, তিনি দেরি করে যাওয়ার অদ্ভুত এক কারণ দেখিয়েছেন। বলেছেন তাঁর ব্যাগ খুঁজে না পাওয়ায় দেরি হয়েছে। আর ব্যাগটা সম্ভবত আমি লুকিয়ে রেখেছি। তারপর স্যান্ডেল দেখিয়ে বলেছেন, বাধ্য হয়ে তপনের স্যান্ডেল পরে এসেছেন।

বিকেলে ফিরলে, দোতলায় আমার ঘর দেখাতে নিয়ে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, তাঁকে প্রচুর ভক্ত প্রতিদিন চিঠি লেখে। এর মধ্যে পাঠিকার সংখ্যাই বেশি। তিনি সবার প্রথম চিঠির উত্তর দেন শুধু; আর দেন খুব। আমার ক্ষেত্রেই কেন জানি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। আমাকে তাগিদ দিতে হলেও নিয়মিতই লিখছেন। শুনে গর্ব হলো, অহংকারও। বিছানায় আমার বিড়াল টুশি ঘুমাচ্ছিল। হৈচৈ শুনে বিরক্ত গলায় ঘাড় উঠিয়ে বলে উঠলো 'ম্যাঁও'। আলমারির মাথায় আমার কবুতর 'বাবু'কে দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। বিড়াল আর কবুতরের সহাবস্থান। কবুতরটা আমাদের বাসায় সাত বছর ধরে আছে। ওর প্রথম সঙ্গী টবের ইউরিয়া মেশানো মাটি খেয়ে মারা যায়। দ্বিতীয় সঙ্গী কেন জানি পালিয়ে যায়। তারপর থেকে ও আমার সঙ্গে আমাদের ঘরের আলমারির উপরে থাকে। আমরা ছাদে বা লনে হাঁটলে ও উড়ে এসে আমাদের মাথায়, ঘাড়ে বসে। খুব একটা বাইরে যায় না। আমাদের কোলে কোলেই থাকতে পছন্দ করে। টুশি-বাবু ছাড়াও আছে টুশির মা-বিড়াল 'বুড়ি', কুকুর 'টম', 'টোনা-টুনী' নামে দুটি মোরগ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরগি আর এক পা খোঁড়া মোরগ 'তৈমুর লং'। আমাদের বাড়িটাকে অনেকে বলে পশু-পাখির বাড়ি।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ড্রইংরুমের সোফায় পা তুলে আরাম করে বসলেন, এভাবে বসার জন্য বাবা-মার কাছ থেকে অনুমতিও নিলেন। পাশে রাখলেন সিগারেট-এ্যাসট্রে। আমাকে বললেন ঘনঘন চা বানিয়ে দিতে। আম্মার আবার পানের নেশা। আম্মার কাছ থেকে কয়েকবার পান নিয়েও খেলেন। তারপর সবাই মিলে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা। কী সুন্দর গল্প বলেন তিনি! তাঁর জাদুকরী ক্ষমতা দিয়ে সারাটা সময় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন।

তিনি গুলতেকিন ভাবির গল্প করলেন। অসম্ভব মুগ্ধতা নিয়ে বললেন ভাবির ধৈর্য ও সহনশীলতার কথা। বিপুল বিত্ত-বৈভব থেকে কীভাবে তাদের সাধারণ পরিবারে মানিয়ে নিয়েছেন সেই গল্প। গুলতেকিন ভাবিদের বাসাতেই তিনি প্রথম কাপড় ধোয়া ও শুকানোর মেশিন দেখেন ঐ আমলেই।

মুক্তিযুদ্ধে বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদের শহীদ হওয়ার গল্প করলেন। নিজের গল্পও করলেন। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তাঁর বয়স ছিল তেইশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে পড়েন। তাঁর বাবা ছিলেন পিরোজপুর মহকুমার পুলিশ প্রধান–এসডিপিও। তাঁরা সেখানে নারকেল গাছে ঘেরা, পুকুরওয়ালা একটি খোলামেলা পুরোনো বাড়িতে থাকতেন। পাকিস্তানের বিরোধিতা করায় ১৯৭১ সালের ৫ মে পাকিস্তানি মিলিটারিরা বলেশ্বর নদীর তীরে গুলি করে তাঁর বাবাকে হত্যা করে। ভাইবোন নিয়ে তখন নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। জীবন বাঁচানোর জন্যে মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছেন শর্ষিনার পীর সাহেবের মাদ্রাসায়। পাকিস্তানি মিলিটারি মাথায় গুলির বাক্স তুলে দিয়েছে। অকল্পনীয় ওজনের গুলির বাক্স নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে বারহাট্টা থেকে নেত্রকোণা পর্যন্ত হেঁটে আসতে হয়েছে। বন্দিশিবিরেও ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এক সকালে মিলিটারিদের একজন এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর হাতে একটি সাগর কলা ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে কাল সকালে গুলি করে মারা হবে। এটা তোমার জন্য ভালো। তুমি যদি নিরপরাধ হও, সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে, আর যদি অপরাধী হও তাহলে মৃত্যু তোমার প্রাপ্য শাস্তি।

আম্মাও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের গল্প করলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণার পর তখন দলমত নির্বিশেষে সারাদেশের প্রতিবাদী বিক্ষুব্ধ মানুষের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র সবাই একাত্ম। এক সময়ে শহরে ১৪৪ ধারা জারি হয়। সবার মধ্যে উৎকণ্ঠা। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধরনের খবর আসছে–কোথাও বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা। কোথাও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ। মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করতে শুরু করে। পঁচিশে মার্চের আগেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খালি হয়ে যায়। তাই পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে সামরিক বাহিনীর পরিকল্পিত অপারেশন ঘটতে পারে নি। তবে ঐ মধ্যরাতে সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা প্রশাসন ভবনের ডিউটিরত গার্ড আব্দুর রাজ্জাককে ভবনের কোলাপসিবল গেট খুলে দিতে বলে। কিন্তু সে খুলে না দেওয়ায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শহীদ তিনি। ২৬ মার্চ শহরের বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবী, বাবার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন আবদুস সালাম চাচার বাসা থেকে তাঁর দুই ছেলে শহীদুজ্জামান সেলিম ভাইয়া ও আসিমুজ্জামান ভাইয়াকে, চাচার ছোট ভাই, ছোট ভগ্নিপতি ও ভাগ্নি জামাইকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। চাচা সে সময় রাজশাহীতে ছিলেন না। শহীদ কামারুজ্জামান চাচার (তৎকালীন মন্ত্রী) ছেলে-মেয়েদের পৌঁছে দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে সারাদিনই ভেসে আসত ভারী ও মাঝারি গোলাগুলির অবিরাম শব্দ। এই ঘটনায় বাবা খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে রাজশাহী শহর আর নিরাপদ নয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় রাজশাহী ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমি আর তপন তখন ছোট্ট। দু'জনেরই হাম হয়েছে। ঐ অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চের ৩১ তারিখে আমরা গ্রামের বাড়ি নবাবগঞ্জের পথে রওনা দেই। রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধারা বড় বড় গাছ কেটে ব্যারিকেড দিয়েছে। ওঁরা মিলিটারিদের কোনোভাবেই শহরে ঢুকতে দিবে না। ওদের পরামর্শে বাবা পদ্মা নদীর ধার দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করেন। বারবার বালিতে চাকা আটকে যায়। বাবার দুই বন্ধু আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। চাকা আটকে গেলে তারা কোদাল দিয়ে বালি সরাতেন। একসময় আম্মা, আপু, আমাদের ফ্ল্যাটের রীনা খালা, বেবি খালা যারা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন, গাড়ি থেকে নেমে গরম বালিয়াড়ি ভেঙে হাঁটতে থাকে। এভাবে ধু ধু মরুভূমির মধ্যে না খেয়ে অনেক কষ্টে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাই। যদিও পরবর্তী সময়ে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বাবাকে আবার ২১ এপ্রিলের মধ্যেই কর্মস্থলে যোগ দিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিটারিদের প্রথম টর্চার হাউস ছিল পশ্চিমপাড়ার একটি টুইন কোয়ার্টার যেটি আমাদের ফ্ল্যাট থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। আম্মার চাচাতো ভাই–আমাদের বড় মামা আলতামাস উদ্দিন আহমেদ ছিলেন পুলিশের বড় কর্মকর্তা। তাঁকে সেখানে ধরে আনা হয়। তাঁর হাত দুটি যিশু খ্রিষ্টের মতো পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছিল দেয়ালে। তিনি 'পানি' 'পানি' বলে চিৎকার করলে মিলিটারিরা প্রস্রাব ঢেলে দিত মুখে। পরে অবশ্য টর্চার হাউসটি জোহা হলে সরিয়ে নেয়া হয়।

দেশ স্বাধীন হলে প্রশাসন ভবন থেকে সাংবাদিকরা তালিকা পান। এটি যুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। তালিকাটিতে বেশ ক'জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে চার ক্যাটাগরিতে ফেলে চার রকম দণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়–প্রাণদণ্ড, জেল, চাকুরি থেকে বরখাস্ত ও পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি। তালিকাটিতে বাবার নামও ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে আমার দুই বন্ধু–কেয়ার বাবা মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মীর আব্দুল কাইয়ুম চাচা ও খুকুমণির বাবা ভাষা বিভাগের অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার কাকু শহীদ হন। শহীদ হন অংকের অধ্যাপক ঊর্মিপা-ঊষা'পাদের বাবা হাবিবুর রহমান চাচা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে আমার জাপানি ডায়রিটা হাতে দিলেন। ডায়রিটা সকালে দিয়েছিলাম কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে ডায়রিটা খুললাম। তিনি লিখেছেন–

মালা

তোমাকে যেমন ভেবেছিলাম তুমি সে রকম নও। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব অবশ্যি কখনো মিলে না। আমি ভেবেছিলাম মালা মেয়েটি হবে আমার কোন উপন্যাসের নায়িকাদের মত। রুনুর মত কিংবা নীলুর মত। জীবন সম্পর্কে যার ধারণা আছে যদিও তা তার কথায় বার্তায় কখনো আসে না।

কিন্তু আমি এসে দেখলাম সে আমার উপন্যাসের কোন নায়িকাদের মত নয়। নিতান্তই একটি বাচ্চা মেয়ে। যে কবুতর পোষে, বিড়াল কোলে না নিয়ে ঘুমুতে পারে না। যদিও সে চিঠিতে আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা দিয়েছিল।

তবুও তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। শুধু ভাল নয় অনেকখানি ভাল। আমার বয়স কম হলে নিশ্চয়ই প্রেমে পড়ে যেতাম।

তোমার ভাগ্য ভাল আমি একজন বুড়ো মানুষ।

মালা, তুমি যেখানেই থাক, যেভাবেই থাক, আমি তোমাকে আমার একজন প্রিয় মানুষ হিসেবেই জানব। প্রিয় মানুষ, নিতান্তই কাছের একজন প্রিয়জন।

হুমায়ূন আহমেদ

৬.১১.৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো,

তোমাকে যেমন ভেবেছিলাম তুমি সে রকম নও। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব ভবিষ্যৎ কখনো মিলে না। আমি ভেবেছিলাম আলো মেয়েটি হবে আমার বোন উপন্যাসের নায়িকাদের মত। কনুর মত কিংবা নীলুর মত। নীরব অন্ধকারে যার হাসিটা ভাসছে যদিও তা তার কথায় বার্তায় কখনো আসে না।

কিন্তু তোমাকে এসে দেখলাম যে আমার উপন্যাসের বোন নায়িকাদের মত নয়। বিলকুল একটা বাচ্চা মেয়ে। যে কলতর পোস্ট বিড়াল ছাড়া ঘুমাতে পারে না। যাকে যে চিঠিতে তুমি তোমাকে অপূর্ণ ছিন্ন ভাবনা দিয়েছিল।

তবুও তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। খুব ভাল নয় অনেকখানি ভাল। আমার বয়স কম হলে নিশ্চয়ই প্রেমে পড়ে যেতাম।

তোমার ভাগ্য ভাল আমি একটা ভালো মানুষ।

আলো, তুমি যেখানেই থাক যে ভাবেই থাক আমি তোমাকে আমার একটা প্রিয় মানুষ হিসেবেই মনে রাখব। প্রিয় মানুষ, বিলকুল কাছের একজন প্রিয়জন।

ইমাদুল ইসলাম
৫।১১।১৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে অনেকবারই ঘুম ভেঙে গেছে। বারবারই মনে হয়েছে এই যে তিনি রাজশাহীতে এসেছেন, আমাদের বাসায় আছেন, রাত জেগে আমরা গল্প করছি, সবকিছুই যেন স্বপ্ন। কখনোই সত্যি না, সত্যি না।

৬/১১/১৯৮৫

নভেম্বরের আজকে হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমাদের দ্বিতীয় দিন। গতকাল ডায়রিতে ভুল করে তিনি 'ছয়' তারিখ লিখে দিয়েছেন। বুঝতে পেরেও ইচ্ছে করে শুদ্ধ করলেন না।

ভোরেই উঠেছি। বাবা সকালের ফ্লাইটে ঢাকা যাবেন। তারপর সেখান থেকে চীনে সায়েন্স কনফারেন্সে। বাবা চলে গেলে হুমায়ূন আহমেদ উঠলেন। বললেন, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। মোড় থেকে চল কিনে আনি। রাস্তায় বেরিয়েই আমরা সারাদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললাম। একেবারে রেডি হয়ে এগারোটার দিকে বের হব। প্রথমে যাব বাবু'পাদের বাসায়। বাবু'পার সাথে তার শালা আদিল ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আদিল ভাই এখানে বিআইটিতে পড়েন। তারপর সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে পুরো পাড়ায় যাব কবি আতাউর রহমান চাচার বাসায়। চাচার সঙ্গে তিনি কয়েকটা জায়গায় যাবেন। তারপর সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে চলে যাবেন তাঁর মূল অনুষ্ঠান 'গল্প পাঠের আসর'-এ। চাচার মেয়ে স্বাতী আমার বন্ধু। পাশে টুকুনের বাসা। টপিও আসবে। আমিও ওদের সঙ্গে কাটিয়ে অডিটোরিয়ামে চলে যাব। অডিটোরিয়ামে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বন্ধুরা–মাফু, লাভলি, হিমু, বাপ্পি, মিজান আর রবি থাকবে। কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন অনুষ্ঠানে এসেছেন ঢাকা থেকে।

স্বাতীর বাসায় অবশ্য এক কাণ্ড হলো। টুকুন ওনার অটোগ্রাফ নেবে। বন্ধুদের মধ্যে টুকুন খুব ধর্মভীরু, নিয়মিত নামাজ পরে, পর্দা করে। ও খাতা বাড়িয়ে বলে বসল– 'এমন কিছু লিখে দেন যা সবাইকে দেখাতে পারি।' হুমায়ূন আহমেদ অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজা করে লিখে দিলেন–'এ হাত ছুঁয়েছে টুকুর হাত, আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি!' টুকুন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এটাতো আমি কাউকে দেখাতে পারব না।

সন্ধ্যা বেলায় অনুষ্ঠান শুরু হলো। অডিটোরিয়ামে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল–মনে হয় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হাজির হয়েছে। অনুষ্ঠানে হাসান আজিজুল হক চাচা ছিলেন। প্রথমে হুমায়ূন আহমেদকে বলতে ডাকা হলো। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ বহু মান্য লেখক রয়েছেন। তাঁদের আগে তিনি কথা বলতে চান না, তাঁদের বলার পরই তিনি বলবেন। আলোচনা সভার পর গল্প পাঠের আসর। তিনি তাঁর ছোটগল্প 'আনন্দ-বেদনার কাব্য' পড়লেন। সাধারণভাবে পড়লেন কিন্তু অডিটোরিয়াম ভর্তি মানুষের চোখে পানি এসে গেল। এমন বেদনা মথিত গল্প! বিশেষ করে, ঐ জায়গাটি যখন পড়লেন–'কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয় ? দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাদের তাড়া করে ফিরে কেন করে ? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়'। 'আনন্দ-বেদনার কাব্যে'র শেষটাও সবাইকে ভীষণভাবে আক্রান্ত করে। অক্তশ্রী পৃথিবীর শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি, শেষ কবিতাটির নাম–মাগো। কবিতাটি নুরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ উপশম দেবার জন্য। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখি বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে...।'

অনুষ্ঠান শেষে বন্ধুরা তাঁর এবং সেলিনা হোসেনের অটোগ্রাফ নিতে গেলে, সেলিনা হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে মালা কে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নাড়াতেই বললেন, তুমিই হুমায়ূনকে হাইজ্যাক করেছো ? এরপর আমরা সবাই ক্যাম্পাসের সেই সুউচ্চ গাছপালাময় রাস্তা, যার নাম প্যারিস রোড সেই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম। তিনি সবার সাথে গল্প করছেন, হাসছেন। আমি ইচ্ছা করেই যেন পিছিয়ে পড়লাম। একসময় সবাই পশ্চিমপাড়ার পথ ধরল, আমরা কাজলার পথে। তিনি বললেন,

: মন খারাপ নাকি মালা ?

: বারে, আপনি বলেন অপরিচিত কারো সামনে অস্বস্তি হয়, গল্প করতে পারেন না, অথচ ওদের সাথে দিব্যি বকবক করছিলেন।

: শ্যামলা মেয়েদের চেয়ে ফরসা মেয়েদের সাথে গল্প করতেইতো বেশি ভালো লাগে, কী বল ?

এই কয়দিনেই বুঝে গেছি তিনি ভীষণ রকম ঠাট্টা, মজা করতে পছন্দ করেন। তারপরও রাগ হলো। রাগে কথা বলতে ইচ্ছা করল না।

কিন্তু তিনি কথা বলেই যাচ্ছেন।

: মালা, রাত নটা বেজে গেছে, একা খাবে না বাসায় ?

আমি চুপ করে থাকলাম। বাবা-মার একটাই কথা। সারাদিন বেড়াও অসুবিধা নাই। শুধু বলে যেতে হবে কোথায় যাচ্ছ। আর সন্ধ্যার মধ্যেই বাসায় ফিরতে হবে। রাত করা যাবে না। আমরা সেটা মেনে চলি। আজকের বিষয়টা অবশ্য ভিন্ন। তিনি আবার বললেন–

: তুমি আগে আগে যাও, মার-টার খেয়ে ঠিকঠাক হও, তারপর আমি যাব।

বাধ্য হয়ে কথা বলতেই হল–আমাকে কেউ বকবে না। সবাই জানে আপনার সাথে বেরিয়েছি। আপনি নামকরা লেখক, বয়স্ক, বিবাহিত। তিনটা মেয়ে আছে। তবে অল্পবয়সী, অবিবাহিত হলে সকালেই বের হতে দিত না। অবশ্য আপনাকে বাসায় থাকার কথাও বলতে পারতাম না।

: ঠিকই বলেছ, বিয়েটা অনেক বড় একটা সার্টিফিকেট।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় এসে নিঃশব্দে চা বানিয়ে দিলাম। চা খেতে খেতে আম্মা, তপন আর তিনি খাবার টেবিলেই গল্প শুরু করলেন। এক সময়ে আমার জাপানি ডায়রিটা টেবিল থেকে এনে কী জানি লিখলেনও। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন,

: আপনার ছোট মেয়ে সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ?

আম্মাকে বলতে শুনলাম,

: আমার এ মেয়েটা খুবই বোকা।

কিছুক্ষণ পর শুনি আবার জানতে চাইছেন,

: আচ্ছা আপা আপনার বড় মেয়ে যখন নিজের পছন্দে বিয়ে করে ফেলল তখন আপনার অনুভূতি কী রকম হয়েছিল ?

এরকম অদ্ভুত প্রশ্নে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না।

আমার জানি না কেন খুব মন খারাপ লাগছে। কালো-ফরসার জন্য না, কাল সকালে তিনি চলে যাবেন, মনে হচ্ছে জীবনটা আবার একঘেয়ে হয়ে যাবে। আপু-ভাইয়া কিছুদিন থেকে চলে গেলে এরকমই কষ্ট হয়। কেউ এসে চলে গেলে ক'টাদিন কেমন ফাঁকা ফাঁকা অস্থির লাগে, দমবন্ধ দমবন্ধ ভাব হয়।

কালকের মতো আজও রাতের খাবারের পর অনেকক্ষণ আড্ডা হলো। তিনি আজ ভয়ের সব গল্প বলছিলেন। ভূতের গল্প। আমি বললাম মাঝে মাঝে ভয়ের স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন নিচে দৌড়ে আসি। এসে দেখি সবাই যে যার মতো ঘুমোচ্ছে। একা একা অনেকক্ষণ ড্রইংরুমে বসে থাকি। হঠাৎ কেন জানি সবার উপর খুব রাগ হয়। মনে হয় আমার কেউ নাই, আমাকে কেউ ভালোবাসে না, আমার কিছু হলে কারোরই যাবে আসবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে কোত্থেকে সাহস এসে যায়। আবার দোতলায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

কথাগুলো তাঁর বোধহয় ভালো লাগে। আমাকে আবার বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, চশমার ফাঁক দিয়ে মনোযোগের সাথে দ্বিতীয়বারের মতো শুনলেন। রাত গভীর হলে আম্মা একসময় ঘুমোতে চলে গেলেন। আমি আর তপন রাত তিনটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকলাম। কিন্তু বিষণ্নতা আর কাটল না। ঘরে এসে ডায়রি খুলে দেখি; তিনি লিখেছেন–

কল্যাণীয়াষু

আমি খুবই লজ্জিত বোধ করছি।

তোমাকে আহত করবার জন্য কখনো কিন্তু বলিনি। রসিকতা করা স্বভাব (এইসব দিনরাত্রির রফিকের মত)। খুবই বাজে স্বভাব। এর কারণে বহুবার বহুপ্রিয়জনদের আহত ও অপমানিত করেছি। এ জন্যে পরবর্তি সময়ে আমার লজ্জা ও দুঃখের বোঝা বহন করতে হয়েছে।

তুমি একটি চমৎকার মেয়ে। আমার প্রতি তুমি যে আবেগ দেখিয়েছ তা মনে রাখার মত। এবং আমি তা নিশ্চয়ই মনে রাখব।

মালা, আমাদের জীবনটা খুব ছোট। এই ছোট জীবনে ভাল ভাল জিনিসগুলি মনে রাখতে হয়। খারাপগুলি ভুলে যেতে হয়।

তোমাকে আহত করেছি এই দুঃখ আমি দীর্ঘদিন পুষব। লক্ষ্মী মেয়ে রাগ করো না।

কল্যাণীয়াষু /

আমি খুবই লজ্জিত বোধ করছি।

তোমাকে আহত করবার জন্যে আমি কখনো কিছু বলিনি।

রসিকতা করা স্বভাব [এইসব দিনরাত্রির রফিকের মত] ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই ভদ্রতা। এর কারণে বহুবার বহু প্রিয়জনের
কাছে ও অপমানিত হয়েছি। [illegible]
[illegible] পরবর্তি সময়ে আমার সত্ত্বা
ও দুঃখের বোঝা বহন করতে হয়েছে।

তুমি একটি চমৎকার মেয়ে। আমার
প্রতি তুমি যে আবেগ দেখিয়েছ, তা মনে রাখার
মত। এবং আমি তা নিশ্চয়ই মনে রাখব।

মানা, আমাদের জীবনটা খুব ছোট।
ঐ ছোট জীবনে ভাল ভাল জিনিসগুলি মনে রাখতে
হয়। খারাপ গুলি ভুলে যেতে হয়।

তোমাকে আমার কাছে ঐ দুঃখ
আমি দীর্ঘ দিন [illegible] সুন্দর লক্ষী মেয়ে বলে মনে করেছি

মনে হলো মনের বিষণ্নতা অনেকটা কেটে গেল। ঢাকায় ফিরে তিনি চিঠি পাঠান –

কল্যাণীয়াষু, ১৯/১১/৮৫

তোমার চিঠি পেয়েছি। ঢাকায় এসে নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় চিঠি দেয়া হয়নি।

তোমাদের যত্ন ও আন্তরিকতার কথা মনে পড়ে। রাত জেগে গল্প করতে ভালই লাগছিল–তাই না ?

তোমার কবুতর, কুকুর, বেড়াল, হাঁস, মুরগী এরা ভাল আছে তো ? তুমি নিজে কেমন আছ ? এখনো কি স্বপ্ন দেখে দৌড়ে নীচে নেমে আস এবং হঠাৎ খুব রাগ হয়ে যাওয়ায় ভয় কেটে যায় ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চমৎকার ব্যাপারটি আমার একটি উপন্যাসে আমি অবশ্যই ব্যবহার করব।

ভাল থাক।

হুমায়ূন আহমেদ

১৭/১১/৬৫

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়েছি। তাকায় এসে আমার কানে মশু যে [illegible] চিঠি দেয়া হয়নি।

তোমাদের যত্ন ও আন্তরিকতার কথা মনে পড়ে। বাড়ীওয়ালা [illegible] ভালই লাগাদিল — তাই না?

তোমার কবুতর, কুকুর, বেড়াল হাঁস মুরগী এখনো আছে তো? তুমি নিশ্চয় কেমন আছ? এখানকার সব খবর ভাল। নীচে নেমে আসা এবং হাঁটা খুব কষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভয় কেটে যায়?

এই চমৎকার ব্যাপারটি আমার একটি উপন্যাসে আমি অবশ্যই ব্যবহার করব।

ভাল থাক

হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মাস খানেক পর হঠাৎই আম্মার সাথে বাবার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক সুব্রতদার বিয়ে উপলক্ষে ঢাকায় যেতে হয়। নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে তাঁর সাথে দেখা হয়। তিনি ছোট্ট করে লেখেন–

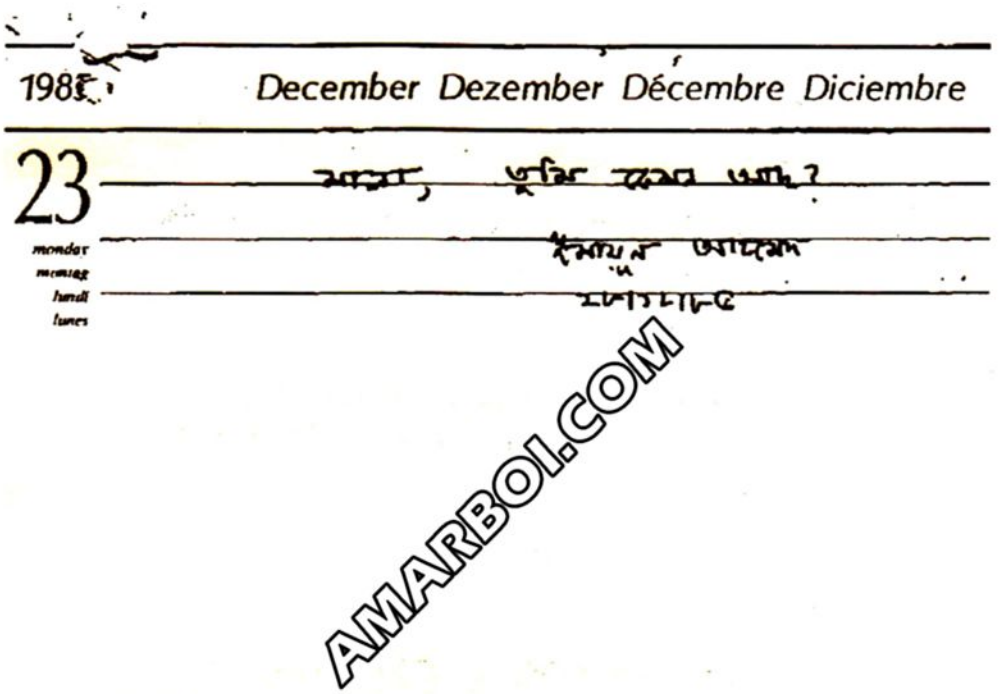

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়বার রাজশাহীতে

হুমায়ূন আহমেদ জানিয়েছেন সেমিনারে রাজশাহী আসছেন। অবশ্যই দেখা হবে। লিখেছেন–

মালা

অনেকদিন পর লিখছি।

আসল কারণ ব্যস্ততা। এইসব দিনরাত্রিকে উপন্যাস করছি। প্রতিদিন ৩০ পাতা লিখলে সেটি তারপর দিন ছাপা হয়। প্রুফ দেখতে হয়।

এর মধ্যে সময় করে যে কাউকে কিছু লিখব তা হয়ে উঠে না। আশা করি আমার অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারছ।

আর, কি লিখব তোমার কাছে সেও এক সমস্যা। সমস্যা নয়?

রাজশাহীতে আমাদের একটি সেমিনার হবে। সে সময় আসব এবং নিশ্চয়ই দেখা হবে। তুমি কেমন আছ বল ? তোমার পশুপাখিরা কেমন আছে ?

ভাল থাক।

হুমায়ূন আহমেদ

২৬/১/৮৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

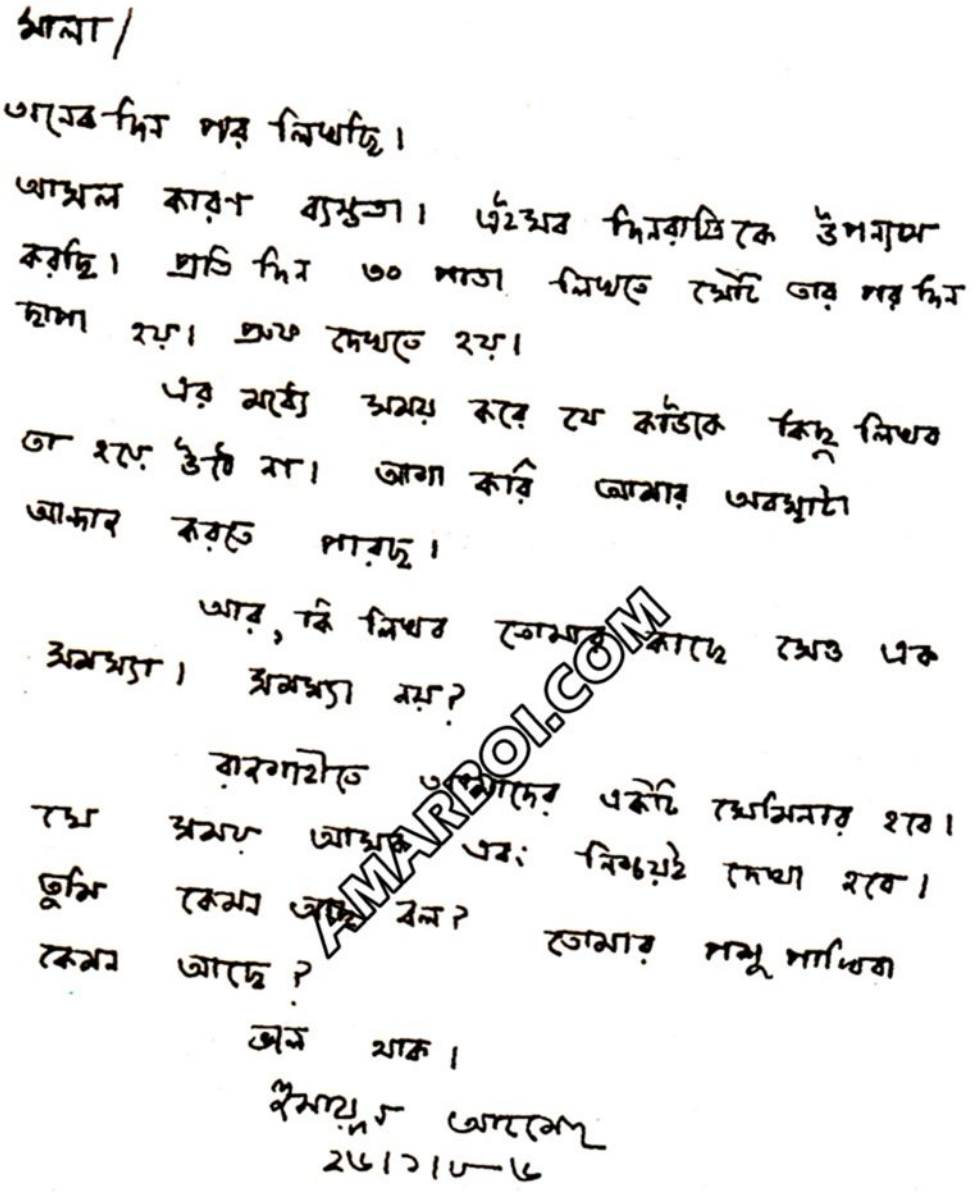
মামা/

অনেক-দিন পর লিখছি।

আসল কারণ ব্যস্ততা। এইসব দিনরাত্রিকে উপন্যাস করছি। প্রতি দিন ৩০ পাতা লিখতে হয়। তার পর দিন ছাপা হয়। প্রুফ দেখতে হয়।

এর মধ্যে সময় করে যে কাউকে কিছু লিখব তা হয়ে উঠে না। আশা করি আমার অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারছ।

আর, কী লিখব তোমাকে, কাজে সেও এক সমস্যা। সমস্যা নয়?

কারণ তোমাদের একটি সেমিনার হবে। সে সময় আমরা এবং নিশ্চয়ই দেখা হবে। তুমি কেমন আছ বল? তোমার সব খবর কেমন আছে?

ভাল থাক।

ইমায়ূন আহমেদ
২৬।১।৮৬

তারিখ না জানালেও বাবার টেবিলের উপর রাখা সেমিনারের আমন্ত্রণপত্র থেকে তারিখ জেনে গেলাম। এরপর অপেক্ষার পালা। তিনি এসে বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউসে উঠলেন। তারপর বাসায় এলেন। আমার জন্য অনেক নতুন বই এনেছেন। প্রত্যেকটায় সুন্দর সুন্দর কথা লেখা। 'এইসব দিনরাত্রি'র ভেতরে লিখেছেন ঐ গানটা–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এত মেঘ এত যে আলো
এ জীবনে জড়িয়ে আছে
তার আলোটুকু তোমায় দিলাম
ছায়া থাক আমার কাছে।'

তপনের জন্য এনেছেন মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'দীপু নাম্বার টু' আর নিজের লেখা 'প্রথম প্রহর'। 'দীপু নাম্বার টু' আমার প্রিয় বইগুলোর একটি। ক্লাস সিক্সে বা সেভেনে পড়ার সময় ঈদসংখ্যা 'কিশোর বাংলা'-য় প্রথম উপন্যাসটা পড়ি। তখন দীপুর জন্য কত যে কেঁদেছিলাম। মনে আছে উপন্যাসটার কারণেই 'কিশোর বাংলা'র ঐ সংখ্যাটা গোটা ফ্ল্যাটের সবার হাতে হাতে ঘুরেছিল।

আমি মন খারাপ করলাম, কেন গতবারের মতো আমাদের বাসায় উঠলেন না! তিনি বললেন, 'সেমিনারে অনেকের সাথে এসেছেন। সেখান থেকে চলে এলে ভাল দেখাবে না। তবে সুযোগ পেলেই চলে আসবেন।' অনেকক্ষণ থাকলেন। আম্মা পরের দিন রাতে খেতে বললেন। ফেরার সময় আমি আমার ডায়রিটা দিয়ে বললাম, এবার তো কম দেখা হবে। যে কয়দিন থাকবেন প্রতিদিনই কিছু না কিছু লিখবেন।

AMARBOI.COM

১২/৪/৮৬

ভোরে ঘুম ভাঙল। বারবারই মনে হচ্ছে তিনি রাজশাহীতে এসেছেন কিন্তু দেখা হচ্ছে না, গল্প হচ্ছে না। অথচ 'কত কথা তারে ছিল বলিতে'। হঠাৎই একটা পরিকল্পনা মনে এলো। এখন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে কেমন হয় ? যেই ভাবা সেই কাজ। আম্মাকে মিথ্যা বললাম, সকাল সাতটায় টিউটোরিয়াল ক্লাস আছে, যেতে হবে। আম্মা নাস্তা রেডি করে দিল। তখন কি খেতে ইচ্ছা করে ? নাস্তার প্লেট উপরে এনে রুটিগুলো টুকরো করে গাড়ি বারান্দায় ফেলে দিলাম। কাকদের ওগুলো সকালের নাস্তা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশায় উঠতেই দূরে দুটো শালিক দেখলাম–'টু ফর জয়।' মনটা ভালো হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে তাঁর সাথে দেখাও হয়ে গেল। চা খেয়ে ফিরছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে জুবেরি হাউসে গেলাম। তাঁর রুমের অবস্থা দেখি ভয়াবহ। মশারি টাঙানোই আছে। টেবিলে বই-খাতা এলোমেলো। সারা ঘরময় সিগারেটের প্যাকেট, ছাই, কাগজের টুকরা ছড়ানো। আমাকে লজ্জিত গলায় বললেন, 'আসলে কী হয়েছে জান মশারি একবারই টাঙিয়েছি। যতদিন আছি ভাবছি খুলব না।' তিনি ওয়াশ রুমে ঢুকলে আমি টেবিলটা গুছিয়ে দিলাম। কাল রাতে তাঁকে লেখা চিঠিটা চুপ করে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলাম। তারপর আমার ডায়রিটা খুঁজে বের করলাম। তিনি কী সুন্দর করে লিখেছেন–

"হায় সখা, এত স্বর্গপুরী নয়
পুষ্পে কীট সম হেথা ব্যথা জেগে রয়"।

আমি মহাপুরুষ নই নিতান্তই সাধারণ মানুষ। সেই কারণেই কাছে যেতে ভয় পাই। মুশকিল হচ্ছে যাদের ভালো লাগে তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে। এবং কাছে গেলেই ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখতে। তা সম্ভব নয়। কাজেই দূরে থাক। চিঠিপত্র লেখালেখিরই বা দরকার কি।

একদিন তুমি আমার সব চিঠি ফেলে দেবে। এবং একসময় ছেলেমানুষী আবেগ দেখিয়েছ এই ভেবে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হবে। সেই সুযোগ তোমাকে আমি দিতে চাই না।

তবে তোমাকে আমার একটি বই উৎসর্গ করব। এখন নয় তোমার বিয়ের পর। ঠিক আছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"
মায় আখী এত অর্থ পুঁজি নয়
পুরো কীর্তনম হেসা দুখী রেজে রয়।"

খান কয়েদখানা নই নিতান্ত সাধারণ আসুর।
তেঁই কারণে কাদে হেতে ভয় পাই।
মুগাদিল মাদে খাদে ভরা নাগর
তাদের খাদে নেতে মেধ করা। এবং
কাদে তোলে হাদে কাদে টুঁটি চেপে ধরতে।
তা অন্তত নয়। কারো দুঃখে থাক।
কিছু পাব হেথাকেখিবার বা করবার
কি।

এমনি করে আমার এই দিন
কেটে যাচ্ছে। [illegible] এমনি
দেখিয়ে [illegible] দিয়ে সময়
দিন কাটিয়ে হচ্ছে। কেউ আমার
তোমাকে দেখতে দিতে চাই না।
তাই তোমাকে আমার এখানে
ডেকে ইতিহাস করছ। এখন! যে তোমার
দিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু তাতে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে জড়িয়ে এমন সব গল্প আছে যে, তুমি শুনলে খুব মন খারাপ করতে। সে সব গল্পের একটি হচ্ছে রাজশাহীতে এসে সবাইকে উপেক্ষা করে আমি চলে গেছি আমার এক পাঠিকার কাছে–নিশিযাপন করতে। কী ভয়াবহ কথা! এরপরেও কি তোমাদের বাসায় থাকা যায় ? তুমিই বল!

অবুঝ হওয়া ঠিক না। তোমার আজকের মানসিকতা সারাজীবন থাকবে না। তখন কি হবে ?

অনেক লিখলাম এবার কয়েক লাইন কবিতা–

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ক্লান্ত চোখ ও ক্লান্ত চোখের পাতা
তারো চেয়ে ক্লান্ত আমার পা,
মাঝ উঠোনে সাধের আসন পাতা
একটু বসি ? জবাব আসে–"না"।"

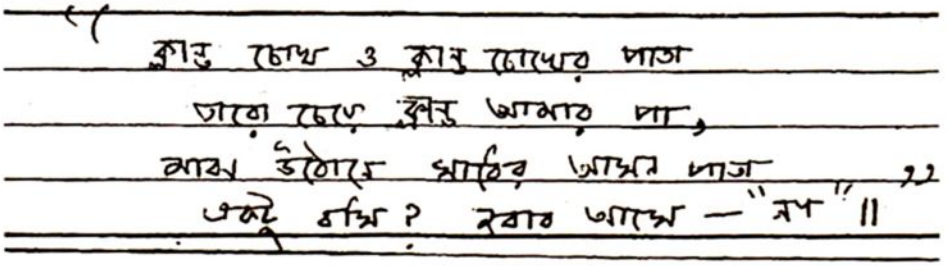

ঘর থেকে বেরিয়ে প্যারিস রোড ধরে সিভিলায় নাস্তা খেতে গেলাম। সারাটা পথ গল্প করলাম। রাস্তায় কবি আবু বকর সিদ্দিক চাচার সঙ্গে দেখা হলে দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করলেন।

তিনি হঠাৎই জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিঠে কি তিল আছে মালা ?

আমি বললাম, নাই।

তিনি গভীরভাবে বললেন, আমি নিশ্চিত করেই জানি, আছে।

'তিল' বিষয়ক একটি গল্প আমি চিঠিতে একবার লিখেছিলাম। আপুর সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বৃদ্ধ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞের আলাপ হয়। আপু কলকাতায় গেলে তিনি আপুকে সপরিবারে বাসায় দাওয়াত দেন। আপুকে দেখে তাঁর মেয়েরা, ছেলের বৌরা খুবই অবাক হয়। আপু নাকি দেখতে অবিকল তাদের মৃতা মায়ের মতো। বৃদ্ধ অধ্যাপকতো বারবারই বলতে থাকেন, তোরা দ্যাখতো তোদের মায়ের মতো ওর পিঠে তিল আছে কিনা! আপু ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তাঁরা পরজন্মে-পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে। যদি সত্যি সত্যি থেকে যায় তাহলে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি কী কাণ্ড হয়! এই গল্পের সূত্র ধরেই আমাকে এইসব জিজ্ঞেস করা, বুঝতে পারলাম।

সিলসিলায় তিনি পরোটা, ডিম আর মিষ্টির অর্ডার দিলেন। নাস্তা খেতে খেতেও প্রাণভরে গল্প করলাম।

তিনি জানতে চাইলেন 'এইসব দিনরাত্রি' পড়েছি কিনা ? মাথা নাড়ালে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গাটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে। তারপর নিজেই নিজের প্রিয় জায়গাটার কথা বললেন–'... নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করে নি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মতো খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নেমেছিল। কী অদ্ভুত দৃশ্য। এ বৎসর নামবে কিনা কে জানে। মনে হয় না। শহর এগিয়ে আসছে, পাখিরা শহর পছন্দ করে না।'

আমি তাঁকে সেই সুদর্শন ছেলেটির গল্প করলাম: খুব অদ্ভুতভাবে আমার সাথে আলাপ হয়। আলাপের কিছুদিন পরই ২১ এপ্রিল–আমার জন্মদিন। কোনো কিছু না ভেবেই দাওয়াত দিয়ে ফেলি। সত্যি সত্যি আসবে বুঝতে পারি নি। বিকেলে বাসায় উপস্থিত হলে আমার মাথায় হাত–এখন উপায় ? ক্লাসমেট হলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু ও অনেক বড়–মাস্টার্স কমপ্লিট করে চাকুরির অপেক্ষায় আছে। আর আমি কলেজ ফার্স্ট ইয়ার। জন্মদিনে পারুল আর ফোয়ারা ছাড়া আমার সব বন্ধুরাই এসেছে। ওরা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকে বলে বাবা-মা ওদের ভাইবোনকে সেভাবে চেনে না, তাই অবলীলায় মিথ্যা বলে দিলাম–পারুল আসতে পারে নি দেখে ওর ভাই 'বাবু ভাই'কে পাঠিয়েছে। এরপরেও ছোটমামা ওর নাম জিজ্ঞেস করলে ও 'ওর আসল নাম–কিম্ভূতকিমাকার সেই ঐতিহাসিক নাম বলে দিল। মামা আমার দিকে তাকালে আমি বললাম, ওইতো মানে বাবুভাই। ওনার দুইটা নাম।

বাসায় এরপর বকাঝকা, রাগারাগি। আম্মা বলল, আর পড়াশোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে না। আপুর মতো আমিও যাতে পছন্দ-টছন্দ করতে না পারি তাই এত নজরদারি। অত বকা খেয়ে আমার ভাললাগাও নিমিষে হারিয়ে গেল।

হুমায়ূন আহমেদ নীলুর গল্প করলেন। নীলুর সাথে আলাপের কয়েকদিনের মধ্যেই তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সেই দিনে মেয়েটি আসে নি। হাসতে হাসতে বললেন, এটি অবশ্য কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু উঠে আসার সময় বললেন, তোমাকে মিথ্যা বলেছি, নীলুর ঘটনাটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে।

সিলসিলা থেকে বেরিয়ে তিনি চলে গেলেন সেমিনারে আর আমি গেলাম ক্লাসে। রাতে বাসায় এলেন।

১৩/৪/৮৬

আজ ছুটির দিন। আজতো ভোরে মিথ্যা বলে বের হওয়ার উপায় নেই। বাসাতেই থাকলাম। তবে মনটা ভার ভার হয়ে থাকল সারাক্ষণ। আকাশও সকাল থেকে মেঘলা মেঘলা। 'চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে–কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে।'

দুপুরে নিচে খেতে নেমেছি। আম্মাকে দেখি টেবিল সাজাচ্ছে। কেউ কি দুপুরে খেতে আসবে ? আম্মা বললেন, হুমায়ূন খেতে আসবে। আমিতো অবাক। ওনার আজ লাঞ্চ, ডিনার সবই ওখানে। বাবাও তো গেছে। আম্মা হাসতে হাসতে বললেন, তিনি নাকি লাঞ্চের আগে আগে বাবাকে বলেছেন, স্যার, আপনার বাসায় এখন গেলে কি খাবার পাওয়া যাবে ? বাবা বলেছেন, নিশ্চয়ই যাবে। তিনি তখন বলেছেন, দুইবেলা একই ধরনের খাবার খেতে তাঁর ভালোলাগে না। তাই দুপুরে আমাদের বাসায় খেতে চান। বাবা আধা ঘণ্টা আগে ফোন করে জানিয়েছেন সেকথা। আম্মা তাই টেবিল সাজাচ্ছেন।

আমার খুব মজা লাগল। তিনি আমার পরিচিত অথচ আম্মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে কিছুই জানানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। একা একাই সব ব্যবস্থা করছেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে তিনি এলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলেন। কাল সকালে চলে যাবেন আর তো দেখা হবে না। মনটা বিষণ্নতায় ভরে আছে। যাবার সময় ডায়রিটা দিয়ে গেলেন। আমি আমার ঘরে এসে খুললাম ডায়রিটা–

তোমার জন্য সারা সকাল অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু তুমি এলে না। যাদের জন্য অপেক্ষা করি তারা আসে না। যাদের জন্য কখনো অপেক্ষা করি না তারা বার বার ফিরে আসে।

দখিন হাওয়া জাগ জাগ।

বুড়ো রবীন্দ্রনাথের উপর ঠিক এই মুহূর্তে কেন জানি রাগ লাগছে।

মেঘ জমেছে আকাশে। মেঘ জমেছে মনে। দু'টি দুঃখ মিশে একাকার হয়ে গেল ছুটির দিনের সকালে। ইচ্ছে করছে গুণ গুণ করে গাই নিজের লেখা একটা গান–

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার হয়ে আসে"।

আমার লেখা এই গানটি বুড়ো রবীন্দ্রনাথ এত আগে ভাগে লিখে ফেলল কেন ?

যতক্ষণ জেগে থাকি দরোজাটা বন্ধ করি না কেবলই মনে হয় কেউ একজন আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোভ হয় আরও অনেক কিছুর
করে ফেলি কিন্তু তুমি ভালো না।
আমার মন ভালোবাসা কাড়ে তার
আসে না। আমার মন কখনো ভালো
করে না তার কাছে আসে।

কখনো হাসা কাজ।

কুটো ঠাকুরমার ঝোলা ঠিক এই মুহূর্তে
কেন যানি মনে পড়ছে।

কেন বলতে পারবো না। কেন
বলেছে মনে। দুঃখ দুঃখ ভাব এমনকার
গল্প যেন চুরি করে শুনেছিলাম। হয়ত
কথাটা ঠিক ঠিক মনে নাই নিজে
থেকে একটা গল্প—

"কোথাও কেউ নেই
আকাশ হয়ে আছে।"

আমার মেয়ে এই লাইন কুটো কবিতার
এর আগে কোথায় পড়েছে কেন?

হতেও পারে হয়তো দাদাবাবু বন্ধুকে
নিয়মিত মনে হয় কেউ একজন আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেতো গাছের ফুলের মত নয়,
সেতো আকাশের বৃষ্টি ভেজা
সহজলভ্য চাঁদের মত নয়।
সে অন্য রকম। ভীষণ অন্যরকম।'

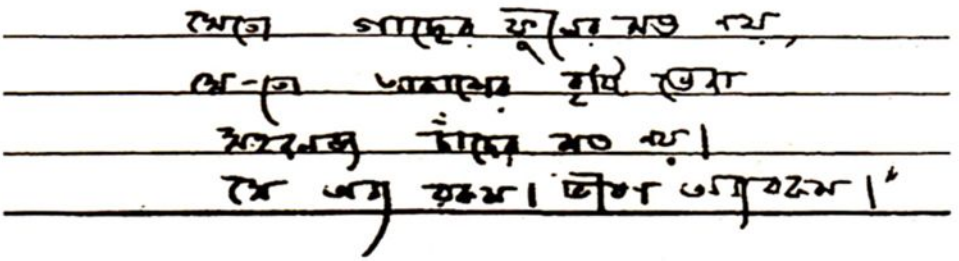

মালা,
তোমার চিঠিটা পড়লাম। সুন্দর একটি চিঠি।
তুমি যদি সন্ধ্যা বেলা এই চিঠি নিয়ে আসতে তাহলে আমি হয়ত চলেই বসতাম–মালা, তুমি থেকে যাও আমার এখানে ফেরার দরকার নেই।

AMARBOI.COM

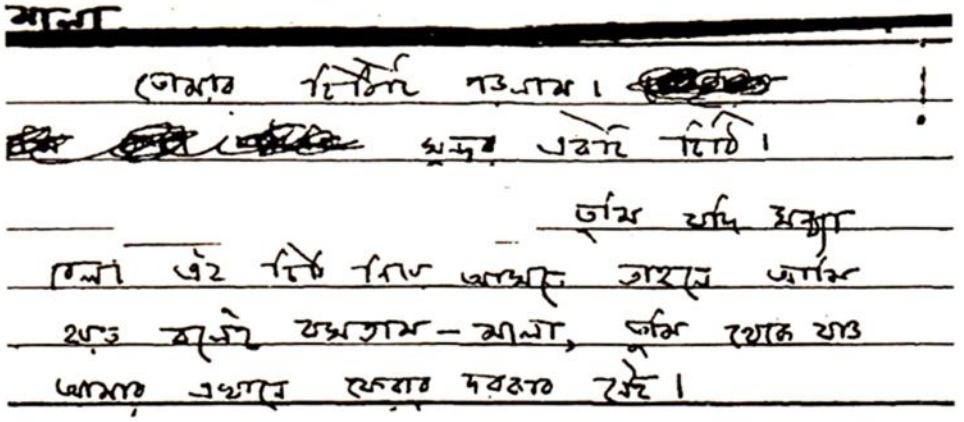

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুশকিল হচ্ছে মনের কথা আমরা কখনো বলি না। বলা উচিতও নয়।

"ভ্রু পল্লবে ডাক দিলে দেখা হয় চন্দনের বনে" কথাটা কতদূর সত্যি ?

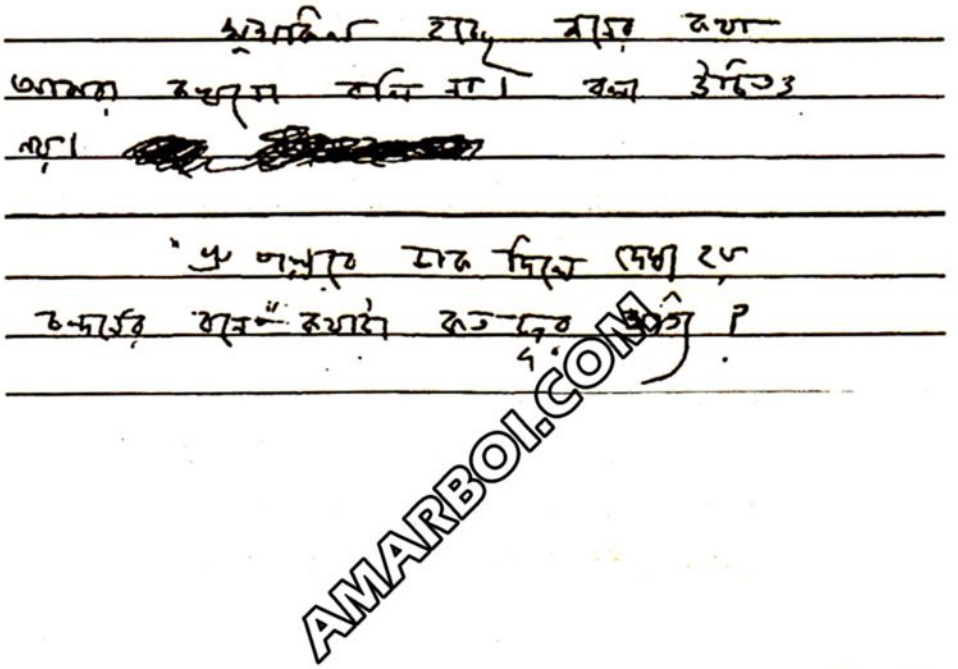

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈত্রেয়ী

আমি তখন মৈত্রেয়ী দেবীর অন্ধভক্ত। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর স্মৃতিকথাগুলো আবিষ্টচিত্তে পড়ি। মৈত্রেয়ী দেবী অবশ্য সেগুলোকে স্মৃতিকথা বলেন না। বলেন–'হৃদয়ের আনন্দধারা যার সরস সজীব প্রাণের বেগ মৃত্যুও প্রতিহত করতে পারে না।' 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', 'স্বর্গের কাছাকাছি' পড়ে অভিভূত হই, ঈর্ষান্বিত হই। ঐ সময়ে হুমায়ূন আহমেদকে লেখা চিঠিগুলোতে বারবারই মৈত্রেয়ী দেবীর প্রসঙ্গে লিখতাম। হঠাৎই এক চিঠিতে তিনি 'মৈত্রেয়ী' সম্বোধন করে বসেন। আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। আবার ভালোও তো লাগে।

মৈত্রেয়ী

আশা করি ভাল আছ। দীর্ঘদিন চিঠির জবাব দেয়া হয়নি। কারণ চাপে পড়ে পাঁচটি উপন্যাস লিখতে হয়েছে। তার উপর আছে ঈদের নাটক, এইসব দিনরাত্রি। আবার 'নাগরিক'দের জন্য মঞ্চ নাটক 'নৃপতি' [এই নাটকটি কিন্তু খুব ভাল হয়েছে]। লিখে লিখে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। কোথায়ও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু এই অসহ্য গরমে কোথায় যাব বল ? একটি জাপানী কবিতায় পড়েছিলাম

"বল দেখি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই
ভাবিলাম বনে যাব, তাপিত হিয়া জুড়াবো।
সেখানেও অর্ধ রাত্রে
কাঁদে মৃগী কম্প গাত্রে।"

অবশ্যি জাপানী কবিতাটির চেয়েও বাংলাদেশের এই কবিতাটি আমার কাছে অনেক এপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ক্লান্ত চোখ ও ক্লান্ত চোখের পাতা
তারো চেয়ে ক্লান্ত আমার পা।
মাঝ উঠোনে সাধের আসন পাতা
একটু বসি জবাব আসে–''না''।"

অর্থাৎ বুঝতে পারছ আমি ক্লান্ত। ক্লান্তি প্রসঙ্গে আমার একটি কবিতা আছে–একটি লাইন বলি–

"ক্লান্ত হৃদয় জুড়ে, স্থবির আলস্য ভর করে"।

না থাক কবিতা বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমার কারবার হচ্ছে গদ্য নিয়ে।

আচ্ছা মৈত্রেয়ী, আমি কি কখনো লিখেছি যে আমি একটি ভূতের উপন্যাস লিখেছি নাম–"দেবী"। বই ছাপা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে একটা বাজি রাখতে চাই। তুমি রাতের বেলা একা একা এই বইটি পড়ে একা একা ঘুমাবে। সেই ঘরে অন্য কেউ থাকবে না এবং বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে হবে। বাজি ধরতে রাজি আছ ? যদি রাজি থাক তাহলে জানাবে। বাজির শর্ত ঠিক করব এবং বই পাঠাব। জরীর সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম। সে হেরে গেছে। কিন্তু বাজির শর্ত পালন করতে রাজি নয়। মেয়েদের কথার ঠিক থাকে না।

তারপর বল তোমার খবর কি ? লম্বা চিঠি লিখলাম। ঠিক না। এবারের ঈদ সংখ্যায় যে ক'টি উপন্যাস লিখেছি তার মধ্যে একটি প্রেমের উপন্যাস। নাম–আমার আছে জল। তোমার খুব ভাল লাগবে।

১৯৭১ নামে একটি উপন্যাস লিখেছি যার নায়িকার নাম 'মালা'। হা হা হা।

হুমায়ূন আহমেদ
৯/৬/৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৈমতী,

আমাকার ভাল আছে। দীর্ঘদিন চিঠির জবাব দেয়া হয়নি। কারণ চলে পড়ে পাঁচটি উপন্যাস লিখতে হয়েছে। তার উপর আছে ছাদের নাটক, পৌষের কিস্তিবাজি। তোমার 'কলমবিক্রেতার জন্যে অষ্ট নাটক নুলাই' [এই নাটকটি কিন্তু খুব ভাল হয়েছে]। লিখে লিখে ক্লান্ত ও দরিদ্রান্ত। কোথায়ও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তবু এই অসময় শরতে কোথায় যাব বল? একটি বাচ্চাদের কবিতায় পড়েছিলাম

"বল দেখি কোথা যাই
কোথা চলে যাস্তু দাই।
ভাবিলাম জলে যাব, তলিয়ে মরিয়া ডুবাবো।
সেখানেও অই রাত্রে
কাঁদে শুটকী কচুপাতে।।"

অবশ্য বাচ্চাদের কবিতাটির চেয়েও আমাদের এই কবিতাটি আমার কাছে অনেক এপ্রোপিয়েট মনে হয়—

"ক্লান্ত চোখ ও ক্লান্ত চোখের পাতা
তাকে রেখে ক্লান্ত আমার পা।
মাথা উঠোনে মাঠের আগুন পাতা
একটু বসি নবান্ন আসে-"না"।"

অর্থাৎ বুঝতে পারছ আমি ক্লান্ত। ক্লান্তি প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি কবিতা আছে – একটি লাইন বলি

"ক্লান্ত সময় বুড়ো, স্মৃতির আলস্য ভর করে।

না থাক কবিতা কেমনী হয়ে যাচ্ছে। আমার কারবার হচ্ছে গদ্য নিয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

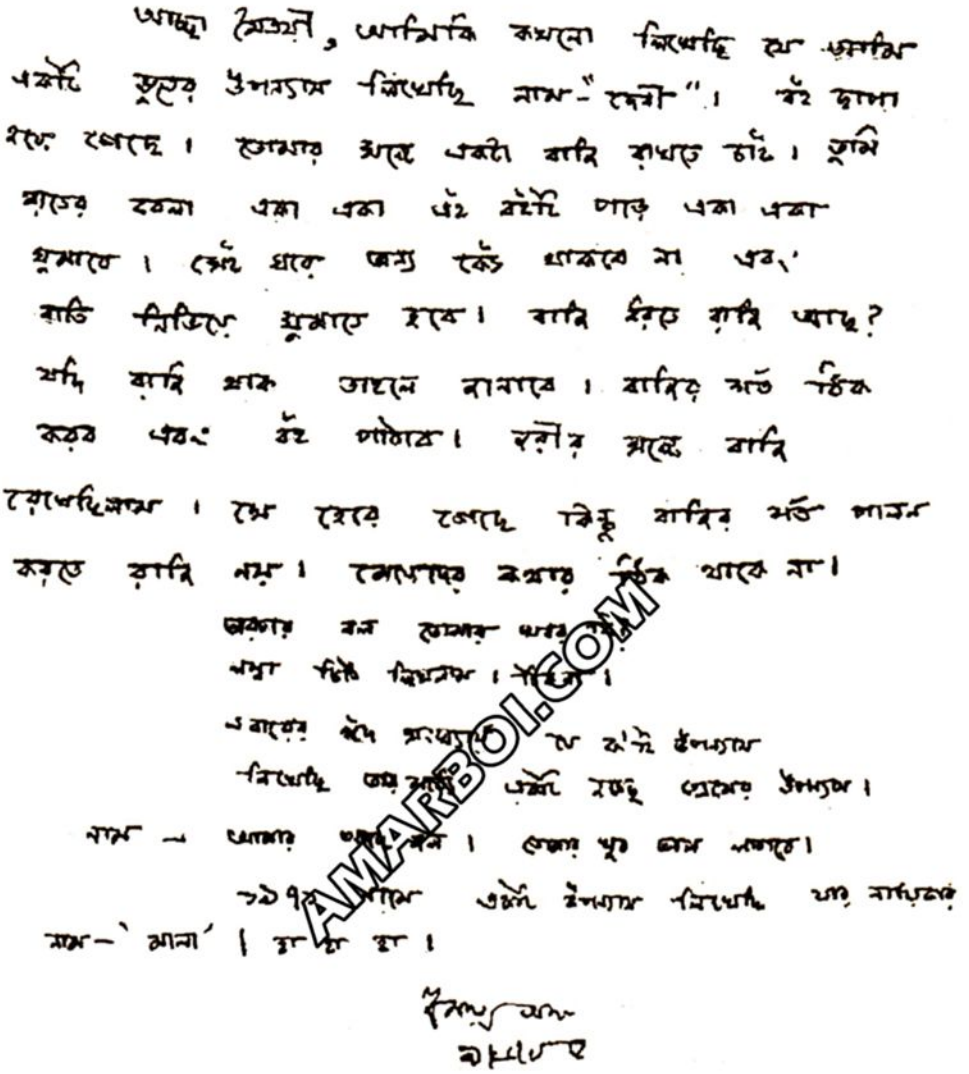

মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে তুমুল আলোচনা হয়। সত্যিই কি আত্মজীবনী ? বাঙালি মেয়ে হয়েও কী সাহসের সাথে প্রথম প্রেম মির্চা এলিয়াদের কথা বলেছেন। নাকি নিছকই উপন্যাস ?

কেউ কেউ অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করল। আসলে মির্চা ইউরোপে ফিরে গিয়ে তাদের প্রেম নিয়ে 'লা নুই বেঙ্গলী' লেখেন। মির্চা অন্য সংস্কৃতির। দুই সংস্কৃতির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকেই। হয়ত মৈত্রেয়ী দেবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতে অস্বস্তিতেই পড়েন। তাই 'লা নুই বেঙ্গলী' অনুবাদের আগেই লিখে ফেলেন 'ন হন্যতে'।

তবে যাই হোক, 'ন হন্যতে' না পড়লে হয়তো ওরকম চমৎকার অনুভূতি মনের মধ্যে ধারণ করতেই পারতাম না।

হুমায়ূন আহমেদ ন হন্যতে তখনও পড়েন নি। বারবার তাগাদা দেই পড়ার জন্য। তিনি পরপর দুটি চিঠিতে 'না হন্যতে'র কথা লেখেন।

মালা

চিঠি দেব দেব করেও দেয়া হয়নি। অসুখ বিসুখ ব্যস্ততা নানান ঝামেলা গিয়েছে। বুড়োদের যে সব থাকে সাধারণত। তারচেয়েও বড় কষ্ট–গরমের কষ্ট। গরম একেবারেই সহ্য করতে পারি না। রাত জেগে ছটফট করেছি আর বরফ শীতল নদীতে সাঁতারের স্বপ্ন দেখেছি।

তোমার কথা মতো 'ন হন্যতে' কিনে এনেছি ঈদের আগের দিন, এখনো পড়তে শুরু করিনি।

এই মুহূর্তে লিখছি দেবীর দ্বিতীয় অংশ। সাধারণত কোন বইয়েরই দ্বিতীয় খণ্ড ভাল হয় না কিন্তু দেবীর দ্বিতীয় খণ্ডটি চমৎকার হচ্ছে। পড়লে বলবে–''না এই লোকটাতো ভালই লেখে।'' এবং মিসির আলির জন্যে খুব মায়া হবে। কেন জানি আমার শুধু মায়া পেতে ইচ্ছা করে।

ভাল থাক এবং গরমে সিদ্ধ হও।

হুমায়ূন আহমেদ

১৪.৬.৮৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরালাপনী : ৫০৬৩৬০
রসায়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-২, বাংলাদেশ

PHONE: OFF. 50 63 60
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-2. BANGLADESH

Date :

আম্মা,

চিঠি দেব দেব করেও দেয়া হয়নি। অসুখ বিসুখ ব্যস্ততা নানান ঝামেলা গিয়েছে। বুড়োদের যে সব থাকে আঠারো-ই। তারপরেও বড় কষ্ট - গরমের কষ্ট। গরম একেবারেই সহ্য করতে পারি না। রাত বেজে দুটোতে ঘুমোই এবং বড়জোর সাতটা নাগাদ আঁতাকের স্বপ্ন দেখেছি।

তোমার কথা মত ব্যায়াম ' কিংবা এরোবিক্স শুরু করব। এখনো শুরু করিনি।

এই মুহূর্তে সিগারেট খেতে দ্বিতীয় অংকা। আঠারো-ই কোন রকমেই দ্বিতীয় খন্ড শেষ হয় না তিন খেতে দ্বিতীয় অংকা খন্ডটি এত রসকষ হচ্ছে। পাড়ায় বলতে - "না খেলে তোকে তোমার কাছে মেরে"। এবং সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে খুব সহায় হয়ে। কেন যানি আমার শুধু সাত বছর ইচ্ছা করে।

ভাল থাক এবং তারপর সিদ্ধান্ত ২৩।

ইমরান তালুকদার
১৪-৮-৮৮

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালা

চিঠিতো লিখেছি।

জবাব পাচ্ছি না কেন ? তুমি কি চিঠি পাওনি ?

তোমার ন হন্যতে (বানান ঠিক আছে ?) পড়লাম। বলাই বাহুল্য চমৎকার উপন্যাস। কিছু কিছু জায়গায় মনে হয়েছে মেয়ে মানুষের লেখা। যেখানে ছেলেটি, মেয়েটির বিরহে সন্ন্যাসী হয়ে গুহায় চলে গেল। "প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সন্ন্যাসী" খুব প্রাচীন আমলের লেখায় দেখা যেত। এই যুগে কেমন যেন হাস্যকর লাগে। ঠিক না ?

তবুও মুগ্ধ হয়ে পড়েছি এবং পড়বার সময় বার বারই তোমার কথা মনে হয়েছে। আমার কেন জানি মনে হয় ইচ্ছা করলে তুমি নিজেও এ জাতীয় একটি লেখা লিখতে পারবে। চেষ্টা করে দেখনা কেন ? তোমার আবেগ আছে, গদ্যের উপর দখল আছে। বর্ণনা ভঙ্গিও সুন্দর।

শুধুমাত্র আবেগের উপর নির্ভর করে কবি নজরুল যদি এত সব চমৎকার লেখা লিখতে পারেন অন্য একজন কেন পারবে না ? আমি ঠাট্টা করছি না–সত্যি কথাটাই বললাম। সাহস করে কাগজ কলম নিয়ে বসে যাও।

জানালার পাশে বস–পায়ের কাছে থাকুক তোমার বিড়াল, কবুতর উড়াউড়ি করতে থাকুক, মেঘ জমুক বাইরের আকাশে। মেঘ মেদুর বরিষায় লিখতে শুরু কর কয়েকটি লাইন। দেখবে–এসে যাবে। প্রাথমিক ভয়টা জয় করতে হবে। একটি মাত্র জীবন আমাদের। এটাকে নষ্ট করা কি ঠিক ?

ভাল থাক।

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-২, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৫৬১১৬৩

PHONE: 01. 50163
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-2, BANGLADESH

Date :

সোনা!

চিঠিটা লিখেছি।

কোন পাচ্ছি না কেন? তুমি কি চিঠি পাওনি?

তোমার সে হয়াল (বাজার গরিক আছে?) পড়লাম। বড়ই বাস্তব সম্মতকার উপন্যাস। গরিব গরীব হওয়ার মধ্যে যে আনন্দের রেখা। সেখানে দেবেশী, রমেশদীর গরিব অবস্থাটা হয়ে গুমার হয়ে রেগেছে। "প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সন্ন্যাসী" খুব প্রাচীন আমলের রোমান্স মনে হয়। ওই যুগে কেমন যেন রোমান্স লাগে। ঠিক না?

তবুও সুস্থ হয়ে পারছি এবং পড়াশুনা আমার বার বার তোমার কথা মনে হয়েছে। আমার কোন বাড়ি আছে? ইচ্ছা করলে তুমি নিজেও এ রকম একটি লেখা লিখতে পারতে। চেষ্টা করে দেখনা কেন? তোমার আবেগ আছে, প্রকাশের উপায় দখলে আছে। বর্ণনা ভঙ্গিও সুন্দর।

ঈদ মত আমাদের উপর নির্ভর করে কবি নজরুল যদি এত সব চমৎকার লেখা লিখতে পারেন আর একজন কেন পারবে না? আমি ঠাট্টা করছি না - সত্যি কথাটাই বলছিলাম। আমল করে কাজে নামলে হয়ে যায়।

রান্নাঘরে পাশের ঘর - পাশের কাজে থাকুক তোমার বিড়াল, কবুতর উড়াউড়ি করতে থাকুক, মেঘ রঙ্গুক বাইরের আকাশে। মেঘ মেঘের কবিতায় লিখতে চেষ্টা কর কয়েকটি লাইন। দেখবে - এসে যাবে। প্রাথমিক ভয়টা দূর করতে হবে। একটি মাত্র বোধ আমাদের। এটা কে নষ্ট করা কি ঠিক?

ভাল থাক

তোমার আপনেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ হয়েছে। পড়াশোনা করা দরকার। অথচ কেন জানি সেভাবে হচ্ছে না। ক্লাসে যাই, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই, প্রচুর বই পড়ি, কিন্তু তারপরও মাঝে মাঝে সব কিছু কেমন একঘেয়ে লাগে। মনে হয় জীবন যেন কোথাও আটকে গেছে। চলছে না। শ্যাওলা পড়া নদীর মতো স্থির হয়ে আছে। সুনীলের কবিতা পড়ি'–'ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করি এবার পৃথিবীটাকে, মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি আমার কিছু ভাল্লাগেনা...।' এর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের চিঠি এক পশলা বৃষ্টির আমেজ নিয়ে আসে। কিন্তু ইদানীং তাঁর চিঠিও কমে আসছে। শুধু নতুন বইয়ের প্যাকেট সময় মতো এসে যায়। শাহরিয়ার ভাই আপুকে রাখতে এসেছে। নভেম্বরে আপুর বাবু হবে। আমাদের বাসাটা একারণে খুব উৎসব মুখর হয়ে আছে। দাদির কাছে আগেই খবর গেছে নতুন কাঁথা আসবার। আমরাও প্রতিদিন নতুন নতুন নাম ঠিক করছি।

আপু আসায় ভালো লাগলেও ওর শাসন, বকাঝকা একফোঁটাও কমে নি, আগের মতোই আছে। রাতের খাবার সবাই এক সাথে খাই। কাল রাতে খাবার টেবিলে আমি হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে শোনা একটা গল্প শুরু করেছি যেই, আপু ওমনি চোখ পাকিয়ে বলে বসলো–'কদিন ধরেই খেয়াল করছি মালার গল্প হুমায়ূন আহমেদে এসে শেষ হয়। এই এক বিষয় ছাড়া আর কোনো গল্প নাই ?'

বাবা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছে–'পৃথিবীর সব দেশেই বিখ্যাত লোকদের ভক্ত থাকে, তা সে সাহিত্যের হতে পারে, হতে পারে ফিল্মের–বিজ্ঞানের–যে কোন জগতেরই। এতে এত ওভাররিয়েক্টের মানে নেই। আর এতে দোষেরই বা কী ? মানুষের সকল চেষ্টাই থাকে অন্যের সাথে যুক্ত হওয়া....।' আমার তারপরও খুব মন খারাপ, দুঃখ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল। আমাদের বাসাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই কাজলায়। আর আমাদের পাড়ার সবাই মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমার বাবা প্রাণরসায়নের শিক্ষক। পাশের বাসায় থাকেন ড. নুরুদ্দিন চাচা (রসায়নের শিক্ষক), তার পাশে ড. আলম চাচা (ভূগোলের এবং তিনি বীর প্রতীক), ডানে ডা. ইউনুস চাচা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার) এবং সামনের বাসায় মোজাহার চাচা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার)। মোজাহার চাচার ছেলে শিখন তপনের বন্ধু।

ক'দিন আগে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে এক ছাত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় বাসের ড্রাইভার ও হেলপার খারাপ ব্যবহার করে। ফলশ্রুতিতে কথা কাটাকাটি ও পরে হাতাহাতি। ড্রাইভার কাজলার স্থানীয় লোক–তাই এখন গণ্ডগোল শুরু হয়েছে কাজলাবাসীর সাথে ছাত্রদের। কালকে গভীর রাত পর্যন্ত সিন্ডিকেটের জরুরি মিটিং ছিল। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের উদ্ধত আচরণের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় নি। এমন কি মিটিং শেষে বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেট দিয়ে ফিরতে পারেন নি। কারণ ওরা কাজলা গেটে গণজমায়েত করে খিচুড়ি খেয়ে শক্তি অর্জনের মহড়া দিচ্ছিল। আমরা রীতিমতো ভয়ের মধ্যে আছি, বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে নাতো ?

আমি সেদিন দোতলায় আমার ঘরে বসে পড়াশোনা করছিলাম। জানালা দিয়ে তপনকে দেখলাম মেইন রোডে দাঁড়িয়ে শিখনের সাথে গল্প করতে। হঠাৎ কিছু লোক বাঁশ হাতে ছুটে এসে তপনকে মারতে শুরু করল। সেই দেখে কোথা থেকে নুরুদ্দিন চাচা এবং মোজাহার চাচা এসে তপনকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন ওরা চাচাদের ওপর আঘাত করলো। আমিতো এই দেখে কাঁদতে কাঁদতে নিচে দৌড়ে গেছি। গিয়ে দেখি আম্মা আর আপু বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আম্মা তপনকে দেখার জন্য বাইরে যেতে চাইছিল, আমি আর আপু আম্মার হাত শক্ত করে ধরে ভিতরে আনতেই দেখি শত শত লোক আমাদের বাড়ির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটে আসছে। সবার হাতে রামদা, লোহার রড, শাবল। আমরা কোনো রকমে মেইন দরজা লাগিয়ে দিলাম। ওরা আমাদের প্রাচীরের এক অংশ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গোটা বাড়িটা ঘিরে ফেলল। জানালা দিয়ে সমানে ইট মারছে। জানালার কাঁচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে। রড ঢুকিয়ে রান্নাঘরের জিনিসপত্র ভাঙছে। এমনভাবে দরজা ধাক্কাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি দরজা ভেঙে পড়বে। শুধু কাঠের বারের জন্য খুলে আসতে পারছে না।

হঠাৎ একটা বড় ইট আপুর মাথায় এসে লাগল। আপু এমনিতেই অসুস্থ, এ অবস্থায় ও মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আম্মা আর ফুলবানু ওকে ধরে ফেলল। আম্মা চিৎকার করে উঠল–এ্যাম্বুলেন্স ডাকেন, ছেলেটাকে মেরেছেন, মেয়েটার এই অবস্থা! কে শোনে কার কথা। একসময় ওরা ভাঙার আর কিছু না পেয়েই বোধহয় পাশের নুরুদ্দিন চাচার বাসায় চলে গেল একইভাবে ভাঙচুর করতে।

পরে শুনি আমাদের এখান থেকে ওরা যায় ফারুক চাচার (বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার) বাসায়। বাসায় ছিল শুধু টিসা আর সুমন। টিসা বাথরুমে লুকায়। আর সুমনকে এমনভাবে মারে যে ওর মাথায় অনেক স্টিচ পড়ে।

পরিস্থিতি শান্ত হলে আমি দরজা খুলে বাইরে বের হলাম। চারপাশটা যেন ধ্বংসস্তূপ। বাগানের বড় গাছগুলোর ডাল ভেঙে, ছোট গাছগুলো মাড়িয়ে, টব ভেঙে একাকার করেছে। জানালার কাঁচ, ইটের টুকরোয় চারপাশ এলোমেলো।

পরের দিন সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় খবর ছাপা হলে পরিচিত-অপরিচিত সবাই ফোন করে, চিঠি লিখে খবর জানতে চায়। সমবেদনা জানায়। শুধু হুমায়ূন আহমেদের কোনো চিঠি পাই না। আমার রাগ হয় খুব। দুই লাইনের একটা চিঠি পাঠাই তাঁকে। একদিন পরই তাঁর চিঠির জবাব রেজিস্টার্ড ডাকে এসে হাজির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালা

এইমাত্র তোমার চিঠি পেয়েছি।

চিঠি পড়ে একটু খারাপ লাগছে। তোমার অভিযোগ কিন্তু সত্য নয়। দৈনিক বাংলায় তোমার বড় বোনের খবর পড়ে সেদিনই তোমার আব্বাকে চিঠি দিয়েছিলাম। সে চিঠি নিশ্চয়ই তাঁর হাতে পৌঁছে নি।

অবশ্যি তোমাকে লেখা হয় নি। কারণ আমার ধারণা তুমি সুখেই ছিলে। ঐ দলে আমি থাকলে তোমাকে দু'একটা কিল চড় হয়ত দিতাম।

বুঝতে পারছি না, এই মুহূর্তে এ জাতীয় রসিকতা গ্রহণ করবার মানসিকতা তৈরী হয়েছে কি না। হওয়াটাই ভাল। অতীত আঁকড়ে ধরে থাকাটা খুব বাজে জিনিস। যদিও জানি অভিজ্ঞতাটি তোমার জন্যে ভয়াবহ ছিল। কিছু কিছু ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার তাহলে জীবনের পরবর্তি সময়ের খারাপ সময়টাকে সহজে গ্রহণ করা যায়।

খুব উপদেশ দিচ্ছি। দূর থেকে উপদেশ দেয়াটা খুব সহজ। কিন্তু মালা, উপদেশ দেয়ার যোগ্যতা আমার আছে। আমিও জীবনে ভয়াবহ দুঃসময় কাটিয়ে এসেছি।

ভাল থাক এবং সুখে থাক। জীবন তার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত করুক তোমার দিকে এই কামনা করি। একটি চমৎকার মেয়ের জীবন কেন চমৎকার হবে না ?

হুমায়ূন আহমেদ

১৯.১০.৮৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-২, বাংলাদেশ
টেলিফোন : ২৪২৪৩৬

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF DACCA
DACCA—2, BANGLADESH
TELEPHONE : 242436

দাদা/

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম।
চিঠি পড়ে একটু খারাপ লাগছে। তোমার অভিযোগ কিছু অন্যায় নয়। দৈনিক বাংলায় তোমার ঠিকানার খবর পাই সেদিনই তোমার আব্বাকে চিঠি দিয়েছিলাম। সে চিঠি নিশ্চয়ই তাঁর হাতে পৌঁছেনি।

অবশ্য তোমাকে দেখা হয়নি। কারণ আমার জীবনা তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। ঐ সময়ে তোমরা থাকলে তোমাকে দু'একটা কিস হয়ত দিতাম।

বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে এ বাড়ীর ঠিকানা প্রকাশ করবার আবশ্যিকতা কেন হয়েছে। যাহোক। এখনো আমার কাছে আমার ঠিকানা আছে। যদিও বাড়ি অভিযোগটি তোমার মনে থেকেই ছিল। কিছু কিছু ওষুধের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাহলে রোগের লক্ষণ অনুযায়ী খাবার ওষুধটাকে সহজে গ্রহণ করা যায়।

খুব উপদেশ দিচ্ছি। দূর হোক উপদেশ দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু দাদা, উপদেশ দেবার যোগ্যতা আমার আছে। আসছে রোগে ওষুধ দু'জনে একসাথে খাব।

ভাল থাক এবং সুখে থাক। রোগ তার মনোরম রঙ্গ প্রকাশ করুক তোমার দিকে এই কামনা করি। একটি চন্দ্রকায় দোষ রোগ কেন চন্দ্রকায় থাক না?

ইতি— আপনার
১২/১১/৮৮

৮৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপন হঠাৎই বলল, চল ঢাকায় যাই–অনেকদিন কোথাও যাই না। আমিও মনে মনে তাই ভাবছিলাম। আমাদের ছোট্ট ফুটফুটে ভাগ্নি অথই সোনাকে দেখার জন্য মনটা কেমন অস্থির লাগছে কদিন ধরে। ওর জন্মের কিছুদিন পরেই আপু ঢাকায় চলে যায়। তারপর বাচ্চাটাকে আর দেখিই নি। তাছাড়া একুশের বইমেলাও শুরু হয়েছে। এই সুযোগে সেখানেও যাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই হলো। ট্রেনে যাব–বাবার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক নিরঞ্জনদা আর বৌদির সঙ্গে। ভাইয়া আমাদের স্টেশনে নিতে আসবে। ভাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছে। ঢাকায় গিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সাথে ফোনে কথা হলো। বইমেলায় দেখা করার জন্য বললেন। মাহবুবার ভাইয়ের সাথে বইমেলায় গেলাম। এর আগে বইমেলায় আসি নি শুনে হুমায়ূন আহমেদ পুরো বইমেলা ঘুরে দেখালেন। এত এত বই কিনে দিলেন। মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'আকাশ বাড়িয়ে দাও' পছন্দ করলে সেটাও কিনে দিলেন। আমি আপুর জন্য সিলভিয়া প্লাথের কবিতার বই কিনলাম। সেদিন ছিল আপুর জন্মদিন।

হুমায়ূন আহমেদ ফুচকা খাওয়ালেন। চা খাই না–তারপরও খেতে হলো। বললেন লেখকের সাথে বেড়ালে চা নাকি খেতেই হবে। খাবারের দোকানে বসে গল্প করতে করতে আমার ডায়রিতে লিখে দিলেন–

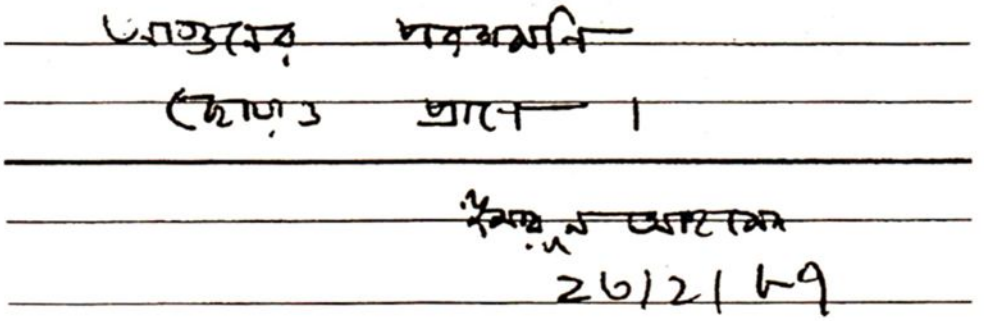

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ 'মালাপা' ডাক শুনে পিছন ফিরে দেখি পলাশ দাঁড়িয়ে আছে। কলেজে ও ছিল পরের ব্যাচের। ওর 'ভূয়া নিষেধাজ্ঞা' নামে কবিতার বই বেরিয়েছে–কিনলাম। ও ভেতরে লিখেও দিল। হুমায়ূন আহমেদ তখনও বোধহয় হ্যামিলনের বংশিবাদক হয়ে ওঠেননি। যার বাঁশির সুরে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ভক্তকুল সম্মোহিত হয়ে অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য বইমেলায় ভিড় করতে শুরু করে নি। তা না হলে আমি এতসব ভক্তকুলের কোনোরকম বাধা ছাড়াই তাঁর সাথে এতটা সময় কাটালাম কী করে ?

রাজশাহীতে ফিরে অনেকদিনই আবার যোগাযোগ থাকে না। আবার কখনো হুট করে চিঠিও চলে আসে–

মালা

আশা করি ভাল আছ এবং হাত মুখ মাখামাখি করে আম খাচ্ছ। অনেকদিন পর লিখছি। পুরানো অজুহাত ব্যস্ততাতো আছেই। তার উপর আছে কি লিখব সেই সমস্যা। এই সমস্যা আগে ছিল না। এখন হয়েছে। "আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ ?" এই জাতীয় কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। আবার এখানে প্রচণ্ড গরম পড়েছে এইসব লেখারও কি দরকার আছে ?

তুমি ঢাকায় একবার বেড়াতে আস। তখন তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করব। কেন জানি হঠাৎ গল্প করতে ইচ্ছা করছে।

ভাল থাক।

হুমায়ূন আহমেদ
৬/৬/৮৭

তুমি আমাকে একটা ঈদ কার্ডও পাঠালে না ? খুব রাগ করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরালাপনী : ৫০৬৩৬০
রসায়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-২. বাংলাদেশ

Phone : 506360
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-2, BANGLADESH

Date.....

মামা/

আমাকার ভাল আছে এবং হাত-মুখ আঁচড়ামাচড় করে আম খাচ্ছে। অনেকদিন পর লিখছি। পুরানো চাকুরী প্রায় ভালো আছেই। তার উপর আছে কি লিখব সেই সমস্যা। এই সমস্যা আগে ছিল না। এখন হয়েছে। আমি ভাল আছি তুমি কেমন আছ?" এই বাক্য কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। তোমার এখানে প্রচন্ড গরম পড়েছে এসময় কোথাও কি দরকার আছে?

তুমি ঢাকায় চাকরীর চেষ্টায় আস। তখন তোমার সঙ্গে আরো কিছু সময় করব। কেন জানি ইদানীং সময় করতে ইচ্ছা করছে।

ভাল থাক

স্নেহময় তাপস.

৮/৬/৮৭

তুমি আমাকে একটা ঈদকার্ড পাঠালে না? খুব রাগ করেছি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারের চিঠিটা আসার পর জানি না আমার কী মনে হলো–তাঁর সমস্ত চিঠি বের করলাম। খেয়াল করলাম আগে যেমন প্রতি মাসে চিঠি আসতো, এখন দিন দিন চিঠির সংখ্যা কমেই আসছে। চিঠি পেয়ে পেয়ে চিঠি পাবার জন্য আমার মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ, অভ্যস্ততা তৈরি হয়েছে। আমার সমস্ত আনন্দে, মন খারাপের সময় প্রথমেই তাঁর কথা মনে পড়ে। কোনোরকমের জড়তা, ভান ছাড়াই আমার সমস্ত কথা তাঁকে জানাই। তাঁকে আমি আমার খুব ভালো বন্ধু প্রিয় মানুষ মনে করি। এই সব কথাই আমি চিঠির জবাবে লিখি। লিখি তাঁর চিঠির জন্যে আমার অপেক্ষা করার কথা। তিনি দ্রুতই আমার চিঠির জবাব দেন–

প্রিয় মালা

তোমার চিঠি খুব মন দিয়ে পড়লাম।

সত্যি সত্যি তুমি আমার চিঠির জন্যে অপেক্ষা কর এটা আমার কখনো মনে হয় নি। আমি সব সময় ধরে নিয়েছি তোমার আগ্রহের মূল কারণ হচ্ছে বয়স। এই বয়সে সবাইকেই ভাল লাগে। গল্প করতে ইচ্ছা করে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে। এবং ভাল লাগে চিঠি পেতে। এক সময় বয়সের ব্যাপারটা কেটে যায়।

তোমার ব্যাপারটাও আমি সে রকম ভেবেছি। কারণ সত্যিকার অর্থে কাউকে ভাল লাগতে হলে তার অনেক কাছাকাছি যেতে হয়। সেই সুযোগ তোমার ছিল না। মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে দেখ নি। আমাকে বিচার করেছ আমার লেখা দিয়ে। তোমার যেটুক ভালবাসা তার সবটাই আমার লেখার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি তুমি আমার কাছাকাছি আসার সুযোগ পেতে তাহলে দেখতে আমার মধ্যে পছন্দ করার মত কিছু নেই। আমি অত্যন্ত সহজ ভাবে রূঢ় কথা বলি। প্রচণ্ড রেগে যাই। যে শান্ত হৃদয়বান একটি ছেলের ছবি তুমি এঁকেছ আমি তো সে রকম নই। তাহলে কেন চিঠির জন্যে এত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা কর।

আমার একটি সময় ছিল যখন এরকম আবেগপ্রবণ একটি মেয়েকে পেলে উল্লাসিত হতাম। স্পর্শ করতাম গভীর মমতায়। সেই সময় কেউ আমার কাছে আসেনি। কেউ ভালবাসার চোখে তাকায়নি। আজ জীবনের শেষের দিকে তোমরা কেন এমনভাবে তাকিয়ে আমার মন খারাপ কর ?

ভাল থাক। জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক তোমার দিকে।

হুমায়ূন আহমেদ
১৭.৬.৮৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় মামা,

তোমার চিঠি খুব মন দিয়ে পড়লাম।

সত্যি সত্যি তুমি আমার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে থাকো আমার কখনো মনে হয় নি। আমি মনে মনে ভেবে নিয়েছি তোমার আগ্রহের মূল কারণ হচ্ছে কাজু। এই বয়সে অপরাধকে ভাল লাগে। লেখা করতে ইচ্ছা করে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। এবং ভাল লাগে চিঠি পেতে। এই সময় কল্পিত ছবি আবছাভাবে থেকে যায়।

তোমার আগ্রহটা আমি কোন রকম বুঝেছি। কারণ অভিজ্ঞতা আমার কাউকে ভাল লাগতে শুরু করে তার সবের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। কিন্তু উদ্দেশ্য তোমার পূরণ না। মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে দেখ নি। আমাকে পরিচয় করেছ আমার লেখা দিয়ে। তোমার সেটুকু জানাশোনা তার অর্ধেকটা আমার লেখার জন্যে।

যদি তুমি আমার কাছাকাছি আসার সুযোগ পেতে তাহলে দেখতে আমার মধ্যে সাধু করার মত কিছু নেই। আমি অত্যন্ত মনের ভাবে কথা বলি। প্রচুর বেফাঁস যাই। যে কাজু কাপড়ের একটি দোকানে দুটি টাকা একেবারে অপচয় হয়ে যাবে বলে। আমার কোন চিঠির জন্যে এত আগ্রহ দীর্ঘ অপেক্ষা করে।

আমার একটি মনে হচ্ছে যখন এরকম আবেগ প্রবণ একটি মেয়েকে দেখে উত্তেজিত হতাম। কল্পনা করতাম একটা সমস্যায়। সেই সময় কেউ আমার কাছে আসে নি। কেউ ভালবাসার চোখে তাকায় নি। আর নীরবের চোখের দিকে তোমরা কেউ এমন করে তাকিয়ে আমার মন খারাপ কর?

ভাল থাক। ঈশ্বর তার অফিসিয়াল কাজ সুষ্ঠুভাবে করার তোমার দিকে।

১৭.৫.৮৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৮৭-র পর থেকে আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমতে থাকে। ঢাকায় গেলে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। কখনো ডিপার্টমেন্টে, নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকানে, বাংলা একাডেমীতে। একবার ভাইয়াকে সি-অফ করতে ঢাকায় গেলে তিনি আপুর বাসায় আসেন। এই পর্যন্তই। তিনি তাঁর লেখার জগৎ নিয়ে ভীষণরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় এবং ব্যস্ততম কথাসাহিত্যিক তিনি। ব্যস্ততা তো থাকবেই। আমার নিজেরও তখন নানারকম জগৎ তৈরি হতে থাকে। নিজের পড়াশুনা, বন্ধু-বান্ধব, বিসিএস পরীক্ষা, থিসিস, কলেজের চাকরি, বিয়ে, অরণ্য, পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান সবকিছু নিয়ে জীবন ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম হয়ে ওঠে। তখন আমরা কেউ আর চিঠি লিখে কথা বলি না। তবে এই যোগাযোগহীনতা আমাকে অন্য এক যোগাযোগের দিকে নিয়ে যায়। সে—তাঁর এক একটা বই, নাটক, চলচ্চিত্র, ইন্টারভিউ আমাকে এক বন্ধনহীন বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। যখনই বৃষ্টিতে ভিজেছি, জ্যোৎস্নায় ভেসেছি, সমুদ্রে নেমেছি মনের মধ্যে কোথায় যেন অনন্তের সুর বেজেছে। হয়ত খানিকটা বেদনার রেশও থেকেছে তাতে।

এদিকে পত্র-পত্রিকার কল্যাণে তাঁর সব খবরই দ্রুত পৌঁছে যায়। কোনটায় আনন্দিত হয়েছি, কোনটায় বেদনার্ত। বিশেষ করে গুলতেকিন ভাবির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ মন থেকে মানতে পারি নি। তাঁর কাছ থেকে আমরা সুন্দর পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলাম—জীবনে সমস্যা যতই আসুক, ভালোবাসা কখনো ফুরোবে না! তাঁর চোখ দিয়েই পরিবারকে, চারপাশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখি। তাই তাঁর বিচ্ছেদ শুধু 'ব্যক্তিগত বিষয়' হয়ে থাকে নি আমাদের কাছে। বরং স্বপ্ন ভাঙার কষ্টে আমরা ভীষণভাবে জর্জরিত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের পথে চলতে গিয়ে যখনই হোঁচট খেয়েছি, বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছি, পাওয়া না-পাওয়ার দোদুল্যমানতায় দুলেছি, তাঁর চিঠিগুলো আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। জানি না কেন চিঠিগুলো পড়লে আমার অশান্ত মন বরাবরই শান্ত হয়েছে। যেন আমাকে দূরের বাতিঘরের মতো পথ দেখিয়েছে। আর জাপানি ডায়রিটা আমাকে কখনো একাকী হতে দেয় নি, ছেড়ে যায় নি। পরম বন্ধুর মতো আমার হাত ধরে রেখেছে আজ অব্দি।

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~